ইসমাইল হানিয়া হত্যার প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

গাজোলে শিক্ষকরা সঠিক সময়ে স্কুলে না আসায় ক্ষোভ

সাধারণ

ট্রাম্পকে হারানোর মোক্ষম সুযোগ কমলার হাতে

সম্পাদকীয়

ফোন নম্বর ছাড়াই খোলা যাবে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট

টেক স্যাভি

চলে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য গ্রেট ওয়াল' গায়কোয়াড়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২ আগস্ট, ২০২৪
১৭ শ্রাবণ ১৪৩১
২৬ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 208 ■ Daily APONZONE ■ 2 August 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

নিট-ইউজি (মেডিকেল) ২০২৪ (পুণঃ সংশোধিত)

৬০০ নম্বর ও তার ওপর ৭১১

নিট (ইউজি) ২০২৪
সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক (পুণঃ সংশোধিত)

৭০০ নম্বর ও তার ওপর	৯
৬৮০ নম্বর ও তার ওপর	৪৯
৬৬০ নম্বর ও তার ওপর	১৩২
৬৫০ নম্বর ও তার ওপর	২০০
৬৪০ নম্বর ও তার ওপর	২৮৬
৬৩০ নম্বর ও তার ওপর	৩৭৯
৬২০ নম্বর ও তার ওপর	৪৭৯
৬১০ নম্বর ও তার ওপর	৬০৫
৬০০ নম্বর ও তার ওপর	৭১১

ছাত্র	ছাত্রী
৫৪১ (৭৬%)	১৭০ (২০%)

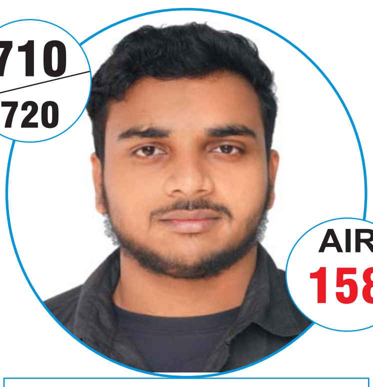
710/720 AIR 158
Md Modassir Rahaman

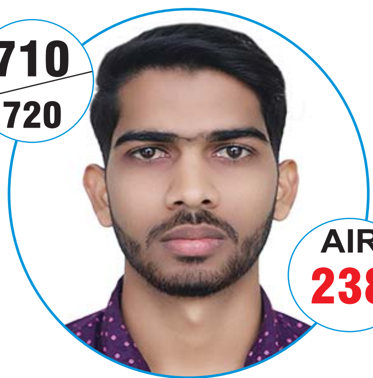
710/720 AIR 238
Md Aftabuddin Sk

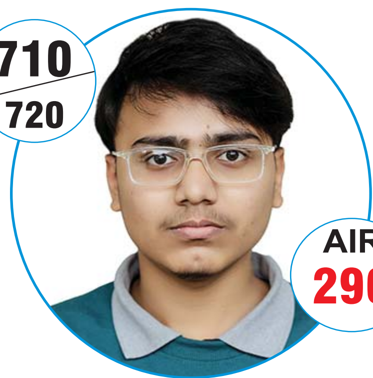
710/720 AIR 296
Rizwanullah

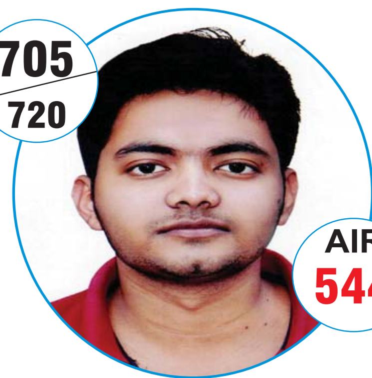
705/720 AIR 544
Samim Ahmed Gazi

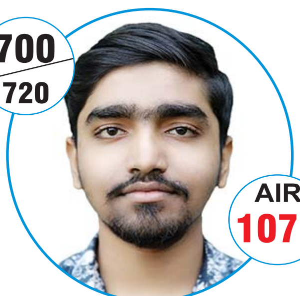
700/720 AIR 1070
Md Ramij Reja

700/720 AIR 1259
Mohasina khatun

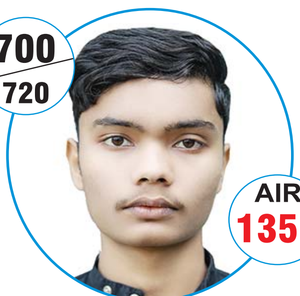
700/720 AIR 1359
Danish Sugandh

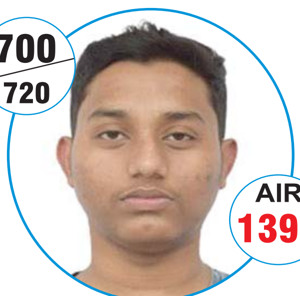
700/720 AIR 1391
Arij Islam

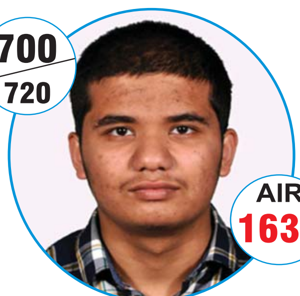
700/720 AIR 1639
Md Sahid

MARKS 697 AIR 1713

Ali Hossain Mondal

MARKS 696 AIR 1772

Mir Mahammad Sharif

MARKS 695 AIR 2237

Rubel Ahamed

MARKS 695 AIR 2443

Fatemul Hazari

MARKS 693 AIR 2712

Nasrin Parvin

MARKS 691 AIR 2979

Md Fanoos Adil

MARKS 690 AIR 3234

Sk Abdullaha

MARKS 690 AIR 3269

Maksuda Khan

NEET (UG) 2025
আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে।

যে সমস্ত ক্যাম্পাসে ভর্তি নেওয়া হবে- খলতপুর, সাঁতরাগাছি, খলিসানি, উলুবেড়িয়া, পাঁচড় এবং নিউটাউনসহ কলকাতা সংলগ্ন ১২-টি ক্যাম্পাসে

এ বছর নিট (ইউজি) র‍্যাঙ্ক ও অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে।

সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে
৩ ও ৪ অগাস্ট, ২০২৪
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে খলতপুর, হাওড়ায়

- প্রতিদিন সাক্ষাৎকার শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।
- নিট-এর স্কোর কার্ড, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, মার্কশীট, আধার কার্ড প্রভৃতির অরিজিনালসহ ১ সেট জেরক্স কপি এবং ২ কপি ফটোগ্রাফ আনতে হবে।

MARKS 690 AIR 3327

Mustakim Sekh

৫-ম থেকে ৯-ম শ্রেণিতে
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

■ Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।
■ ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ
Offline ৩১.০৮.২০২৪ Online ৮.০৯.২০২৪
■ প্রবেশিকা পরীক্ষা ২২.০৯.২০২৪, রবিবার।
website: www.alameenmission.org
বিস্তারিত জানতে ফোন করুন ৭৪৭৯০ ২০০৫৯/ ৬৬/৭৬

MARKS 690 AIR 3428
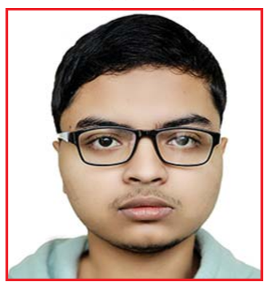
Hasnain Parvez Rumo

MARKS 690 AIR 3493

Sk Md Yeas

MARKS 690 AIR 3641

Raquiv Rahman

MARKS 687 AIR 4154

Md Sail Sk

MARKS 686 AIR 4407

Mesbaur Rahaman

MARKS 686 AIR 4450

Md Hasanat

MARKS 686 AIR 4714

Sahila Sultana

জেলাভিত্তিক সাফল্য
৬০০ মার্কসের মধ্যে

মুর্শিদাবাদ	২১৬
মালদা	১১৬
বীরভূম	৫৫
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৫২
নদিয়া	৫২
উত্তর ২৪ পরগনা	৪০
দক্ষিণ দিনাজপুর	৩০
বর্ধমান	২৬
হাওড়া	২২
পশ্চিম মেদিনীপুর	২০
উত্তর দিনাজপুর	১৮
হুগলী	১৬
বাঁকুড়া	১২
পূর্ব মেদিনীপুর	১১
কলকাতা	১১
কোচবিহার	৪
পুরুলিয়া	৩
জলপাইগুড়ি	২
আলিপুরদুয়ার	২
অন্যান্য	৩
মোট	৭১১

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৫/৫৯/৬৬ সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৫১ ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org

প্রথম নজর

টানা বর্ষণে জলমগ্ন জয়নগরের পুর এলাকা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার ভোর রাত থেকে টানা বর্ষণে জলমগ্ন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড।সমস্যায় পৌরবাসী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা।১৫৪ বছরের প্রাচীন তৃণমূল পরিচালিত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা জল কষ্টে ভুগছে। একটু ভারী বৃষ্টি হলে পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়।আর বুধবার ভোর রাত থেকে বৃহস্পতিবার বেলা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে পৌরসভার ১,২,৩,৪,৫, ৬,৭, ৮, ১১, ১২ ও ১৩ নং ওয়ার্ডের বেশির ভাগ রাস্তা জলমগ্ন। এমনকি জলমগ্ন জয়নগর স্টেশন মোড়,সার্কাস মাঠ,হরিদাস দত্ত রোড,বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য রোড,শিবনাথ শাস্ত্রী সরণি সহ একাধিক রাস্তা।জল জমে থাকায় হাঁটু সমান জল টেনে স্কুলে বা কোমর সমান জল টেনে ট্রেন ধরতে যেতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে। মূলত পৌরসভার জলনিকাশি নালা দখল করে দোকান গজিয়ে ওঠায় ও সংস্কার না হওয়ায় এই জলমগ্ন অবস্থায় ভুগতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। এব্যাপারে পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

মাছ চাষিদের জালে ধরা পড়ল কুমির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা মিনাখা ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিলদহ ভাঙ্গাপাড়া থেকে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়লো কুমির। বেশ কিছুদিন আগে মিনাখার বিদ্যাধরী নদীতে কুমিরটি দেখা যাচ্ছিল, এলাকার মানুষ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তারপরে বেশ কয়েক দিন বিভিন্ন মাছের ঘেরিতে গিয়ে কখনো মাছ কখনো ছাগল খাচ্ছিল, এই কুমির টি ধরার জন্য নাজেহাল হয়ে পড়েছিল এলাকার মানুষ। তারা বিভিন্ন জায়গায় মাছের ঘেরি ও ফিসারীতে জাল পেতে রেখেছিল কুমির ধরার জন্য, আজ সন্ধ্যার পর একটি ম্যাছো ঘেরিতে ঢুকে মাছ খাচ্ছিল, এলাকার মানুষ তাকিয়ে ছিল কখন কুমিরটি আসবে, কুমির টি মাছের ঘড়িতে ঢোকার পর পরেই জাল দিয়ে কুমিরটিকে ঘিরে তার উপরে কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমিরটিকে ধরে ফেলে।

রিষড়া রেল স্টেশনে গাছ কেটে পাখি হত্যা, সরব পশুপ্রেমী সংগঠন

রূপম চট্টোপাধ্যায় ও সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: গত ২৯ জুলাই ২০২৪ রিষড়া রেলওয়ে স্টেশনে নির্মম ভাবে কয়েকশো দেশীয় পাখি হত্যার বিরুদ্ধে এবার আন্তর্জাতিক পশু অধিকার সংগঠন পিপল ফর দ্য এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ এ্যানিম্যাল (পি ই টি এ)- এর দারস্থ হল হুগলির পশু প্রেমীদের সংগঠন আশ্রয় (হোম এন্ড হসপিটাল ফর এ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন)। আজ নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে আবেদন জানিয়েছেন আশ্রয়ের সম্পাদক গৌতম সরকার। প্রসঙ্গত পিপিল ফর এথিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ এ্যানিম্যাল বা পেটা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া প্রদেশের নরফোক শহরের একটি পশু অধিকার সংগঠন। যে সংগঠন প্রায় কুড়ি লক্ষ সদস্য নিয়ে ছড়িয়ে আছে বিশ্বের নানা প্রান্তে । পেটার লক্ষ্য সম্পূর্ণ প্রাণীর অধিকার রক্ষা। পেটার শ্লোগান, “ প্রাণীরা মানুষের খাবার, পোশাক, পরীক্ষা- নিরীক্ষা বা বিনোদনের জন্য নয়। পেটা বিশ্বব্যপী কাজ করছে প্রাণীদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার দাবিতে।

আশ্রয়ের সম্পাদক গৌতম সরকারের বক্তব্য, রেলের এই নিষ্ঠুরতার খবর বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে চাই। রেলের প্রয়োজনে গাছ ছাঁটতে হতে পারে, কিন্তু তারজন্য ডিম, শাবকসহ পাখিদের জীবন বিপন্ন করা হবে কেন? কেন বনদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে পাখিদের বংশবিস্তারের সময় এড়িয়ে, ছাঁটার আগেই উদ্ধার করে গাছপালা ছাঁটা হবে না? সাধারণ মানুষ দেশীয় পাখি পুষলে শাস্তি হবে, আর শয়ে শয়ে পাখি হত্যার বিচার শাস্তি হবে না!

সভাপতি ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, সর্বত্রই রেল এরকম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে গাছ কেটে টিনের ছাউনি বানাচ্ছে। গরম কালে তার মারাত্মক প্রভাব সাধারণ যাত্রীরা টের পাচ্ছেন। এর বিহিত চেয়ে পথে নেমেছেন বহু মানুষ।

ওঝা-গুণিনের মাতব্বরি, মৃত্যু সাপে কাটা বধূর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ওঝা-গুণিনের দাপটে এক মহিলার মৃত্যু হল মৃতের নাম সাহিদা সেখ(৬৪)। মৃতের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার ১ নম্বর মেরীগঞ্জ এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষনে ওই মহিলার পুকুরে জল থই থই করতে থাকে। দুপুর দুটো নাগাদ জলপথের পাইপ লাইন পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন পুকুরপাড়ে। পাইপের মধ্যে হাত দিতেই তার ডান হাতে একটি বিষধর কেউটে সাপ কামড় দেয়। তিনি তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে আসেন। পরিবারের লোকজনদের ঘটনার কথা জানায়। পরিবারের লোকজন ওই বধূকে উদ্ধার করে স্থানীয় ‘ফকির’ নামে এক ওঝা-গুণিনের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তুকতাক,ঝাড়ফুঁক।দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় ওই বধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।বেগতিক বুঝে গুণিন ফকির ওই বধূকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। পরিবারের লোকজন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই বধূকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। মৃত বধূর ছেলে আমিনউদ্দিন সেখ জানান, ‘কি সাপ কামড় দিয়েছে আমরা জানতাম না। স্থানীয় ওঝা ফকিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঝাঁড়ফুঁক করেছিল। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।’ ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, ‘সাপের কামড় তারপর ওঝা গুণিন। পরিশেষে মৃত্যু!এটা খুবই দুঃখজনক।সাধারণ মানুষকে বলবো,সাপে কামড় দিলে নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন যত দ্রুত সম্ভব। তাহলে মৃত্যু থেকে অব্যাহতি মিলবে। নচেৎ ওঝা-গুণিনের দ্বারস্থ হলে মৃত্যু নিশ্চিত।’

মমতাময় বাংলায় সংখ্যালঘুরাও সর্বস্তরে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে: ফিরহাদ হাকিম

মতিয়ার রহমান ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর হাজী মোহাম্মদ মহসিন এনডাওমেন্ট ফান্ড স্কলারশিপ বিতরণ এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মহা নাগরিক তথা নগর ও পুর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসার শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাজাম্মুল হোসেন, গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান আইএএস পি বি সালিম, পশ্চিমবঙ্গ মাইনোরিটি কমিশন এর চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, সাংসদ খলিলুর রহমান সংখ্যালঘু দফতরের স্পেশাল কমিশনার শাকিল আহমেদ, বিধায়ক জাকির হোসেন, বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা, সংখ্যালঘু দফতরে আতিরিক্ত সচিব ওবায়দুর রহমান, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকার এর ডাইরেক্টর আবিদ হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সচিব শেখ আব্দুল মান্নাফ আলী, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. শেখ আবু তাহের কামরুদ্দীন, উত্তর ২৪ পরগনার বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ এবং আরো অন্যান্য গুণী ব্যক্তিবর্গ। ডিজিটালি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ করেন কলকাতার মহা নাগরিক ফিরহাদ হাকিম। প্রত্যেক বক্তা হাজী মোহাম্মদ মহসিন এর দানশীলতা, উদারতা, বদান্যতা, শিক্ষানুরাগী মনোবৃত্তি, ধার্মিকতা এবং মহানুভবতার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন আজকের যুগে আমাদের এই মাইনরিটি সমাজকে উত্তরণের জন্য হাজী মোহাম্মদ মহসিন এর মত আরও মহান দানশীল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। রাজ্যের বিভিন্ন হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকা এদিনের বৃত্তি বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সর্বমোট ১০৪ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে কুড়ি হাজার টাকা করে হাজী মোহাম্মদ মহসিন এনডাওমেন্ট ফান্ড স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হয়।

গলসিতে চাষিদের জমি নিয়ে বিতর্ক, কাঠগড়ায় শাসকদল

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে বেশকিছু চাষির জমিতে চাষ দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। যাতে নাম জড়িয়েছে শাসক দলের। অভিযোগ, বিগত বাম জামানায় কমবেশি ২০ বিঘা জমি খাস বলে চাষিদের বিতরণ করেছিল তৎকালীন বাম সরকারের স্থানীয় নেতৃত্ব। সেই জমি চার পাঁচ কাঠা করে ভাগ পেয়েছিলেন গলসি ১ নম্বর ব্লকের রাইপুর ও আটপাড়া গ্রামের বেশকিছু গরীব চাষি। কমবেশি চল্লিশ বছর ধরে তারা ওই জমি চাষ করছেন বলে দাবী করেন। এখন আচমকা তৃণমূল তাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন।

মুক্ত হাজরা নামে এক চাষি বলেন, চল্লিশ বছর চাষ করেছি। সিপিএম আমাকে জমি দিয়েছিল। এখন আমার জমি চাষ দিয়ে ধান রোপন করে দিয়েছে জমির মালিকের ছেলেরা। কাগজ নেই কি করবো বুঝতে পারছি না। এদিকে চাষি রকেট সেখ, দেলোয়ার মন্ডল জানান, শিড়রাই, ধর্মপুর, পোতনা ও লোয়া মৌজায় উজিরন বিবি ও ফুলঝড়ি বিবির বেশ কিছু জমি খাস বলেই তাদের দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো তারা আল দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে চাষ করছিলেন। এখন সেই জমির আল ভেঁঙে চাষ শুরু করেছেন উজিরন বিবি ও ফুলঝুড়ি বিবির ওয়ারিশনরা। তারা বিডিও ও বিএলআরও অফিসের দারস্ত হয়েছেন। তবে সেখান থেকে এখনও কোন সদুত্তর পাননি।

জমির উত্তরসুরী সেখ রনি, আসাদুল মন্ডলরা জানান, ওই জমি খাস করা হয়নি বরং জোরপূর্বক ধান কেটে দখল করা হয়ছিল ততকালীন বাম জামানায়। তারা জানান, সিলিং এর বাইরে নয় বলে জমি খাস হয়নি। ১৯৯৫ সাল থেকে কোর্টের কপি সহ বর্তমান রেকর্ড তাদের নামেই আছে। তাই তারা চাষ শুরু করেছেন। তারা আরও জানান, চাষিরা কাগজ বা খাসের যেকোন তথ্য দেখালে তারা স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেবেন।

এদিকে গলসি ১ নং ব্লকের লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য তথা জমির উত্তরসূরী সেখ কুতুবউদ্দিন বলেন, এখানে তৃণমূলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যারা বলছে তারা ভুল বলছে। আমাদের জমির কাগজ আছে তাই আমরা জমিতে নেমেছি। ওদের কাগজ থাকলে দেখাক আমরা জমি ছেড়ে দেবো।

বিষয়টি নিয়ে গলসি ১ নং ব্লক বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল জানিয়েছেন, মানুষের সমস্যা হলে অবশ্যই দেখতে হবে। আমি বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি ও যাতে সমস্যার সমাধান হয় তার চেষ্টা করছি।

মেটারবাইক থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলার গাজোল ১ নং অঞ্চলের রাঙ্গা ভিটা এলাকায় ১২ নং জাতীয় সড়কের উপর বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ নাকা চেকিং চালাকালীন। একটি মটরবাইক চেকিং করার সময় ব্রাউন সুগার উদ্ধার। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ওই বাইকে তিনজন যুবক ছিল তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়। চারশো গ্রাম ব্রাউন সুগার সমতে তিন যুবক গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পেল গাজোল থানার পুলিশ। ধৃত যুবকদের নাম, রাহুল এস কে (২৩), উজির মিয়া (২৬), আবার শেখ (৩৫)। ধৃত ওই তিন যুবকের কাছে উদ্ধার হয় যে ব্রাউন সুগার তার বাজারমূল্য আনুমানিক ৬ লক্ষাধিক টাকা। ও তিনজনের কাছে তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট উদ্ধার হয় ও কিছু টাকা।এরপর তাদেরকে পাকড়াও করে গাজোল থানার পুলিশ নিয়ে যায় গাজোল থানায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খুদুরগাছির গ্যাস সিলিন্ডার কাণ্ডে পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: মঙ্গলবার বিকালে করনদীঘি ব্লকের বাজারগাও ১ গ্রামপঞ্চায়েতের খুদুরগাছীতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড। একটি জুয়েলারি দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আনুমানিক ৩০ জন মানুষ অগ্নিদগ্ধ হন। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছে এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ তদন্তকারী আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যারা অগ্নিকাণ্ডের সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে কথা বলেছেন। আহতদের সাথেও কথা বলে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছেন তারা। যেই জুয়েলারী দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে, সেই দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। জানা গেছে, ওই দোকানটির মালিকও গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এবং তার চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়িতে। এছাড়া, গুরুতর আহত আরও কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। জনবহুল বাজার এলাকায় ৪-৫ কেজির গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে জুয়েলারি দোকানে কাজ করার জন্য কোনো প্রশাসনিক অনুমতি ছিল কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া, অবৈধভাবে ছোটো গ্যাস সিলিন্ডার বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। আশা করা হচ্ছে, এই তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাবে এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিকালে করনদীঘি ব্লকের বাজারগাও ১ গ্রামপঞ্চায়েতের খুদুরগাছীতে সোনার দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিআই পদে ফের আসীন নজরুল সিপাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ছয় বছর আগে ২০১৮ - র ৩১ জুলাই মাত্র চার মাসের জন্য দ : ২৪ পরগনার ডি আই হয়েছিলেন স্বনামধন্য ডব্লিউ বি ই এস অফিসার নজরুল হক সিপাই , ২০২৪ - এর ঠিক সেই একই তারিখে স্বপদে ফিরে এলেন তিনি , তাঁর ভাষায়, ‘ এ আমার ঘর ওয়াপসি হল ‘ । বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন জেলার ডি আই হয়েছিলেন। তারপর এ ডি এম ই পদ থেকে আবার শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শকের পদে ফিরে এলেন নিজের জেলায় । বিদ্রোহী কবির নামের সঙ্গে তাঁর নামের সাদৃশ্য , বোধহয় সে কারণে তাঁর কর্ম পদ্ধতিতে আছে প্রতিবাদের ছোঁয়া , আর চেতনায় আছে কবিতার প্রতি অনুরাগ । বৃহস্পতিবার ভরা শ্রাবণের বিকেলে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষা সংগঠনের প্রতিনিধিরা যখন তাঁকে সংবর্ধনা দিতে এলেন , তখন তিনি তাঁদের ধন্য বাদ দিলেন এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার ও জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিলেন । সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরো দায়বদ্ধ থাকার পরামর্শ দিলেন । ডি এল আই টি মেম্বার চম্পক নাগ নজরুল হক সিপাই কে স্বপদে ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে ধন্যবাদ জানালেন । শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইক বলেন , ভূমিপুত্র জেলার শিক্ষা পরিদর্শক হিসেবে ফিরে আসায় ডি আই অফিসের কাজে আগের চেয়ে বেশি স্বচ্ছতা আসবে আশা করা যায় । এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাহ কন্দ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মঞ্জুর আহমেদ , বিশিষ্ট শিক্ষক হায়দার আলী, তৌহিদ আহমেদ , পার্থ প্রামাণিক , আলমগীর সর্দার , রফিকুল ইসলাম , ফিরোজ জুলফিকার প্রমুখ ।

বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার উদ্যোগে ফের বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ঐতিহাসিক বর্ধমান শহরে লাগাতার শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে ও দখলমুক্ত করতে অভিযানে নেমেছে প্রশাসন। গত মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্যের মধ্যে বলেছিল একমাস সময় দেয়া হলো আবারও শুরু হবে অভিযান পর্ব। আর ঠিক সেই সময়সীমা শেষ হতে না হতেই মাঠের ময়দানে নেমে পড়ল প্রশাসন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারি জায়গায় দখলমুক্ত করার তারপরেই তড়িঘড়ি পথে নেমে ছিলেন প্রশাসন বেশ কয়েকদিন তা বন্ধ থাকলেও আবারো শুরু হয় দখল মুক্ত করার কাজ , আর আজ বর্ধমান শহরের ২৭ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে নার্স কোয়াটার মোড় থেকে বর্ধমান হসপিটাল চত্বর পর্যন্ত হকার উচ্ছেদে পথে নামল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন বর্ধমান পৌরসভা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার প্রচারের মাধ্যমে রাস্তার দু’পাশে দখল মুক্ত করার জন্য মাইকিং করা হয়েছিল। ১ আগস্ট সোমবার সাফাই অভিযান চালায় বর্ধমান পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারের পায়ে হাত দিয়ে কাতর আর্জি জানালেন ছোট্ট খুদে ও তার মা তবুও রেহাই হলো না তার দোকান। এই সাফাই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এসডিও নর্থ তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার অতনু ঘোষাল,বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস সহ বর্ধমান পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর । এই কর্মসূচি এখানেই শেষ নয়, এই সবে শুরু হলো। এখন শহরে বিভিন্ন জায়গায় এইরকম অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

পথ সচেতনতা শিবির লোকপুর থানার উদ্যোগে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও। ঘুরছে চাকা ব্যস্ত মন, এখন কেন কানে ফোন। ঢাকা থাকুক মাথা, সুরক্ষায় শেষ কথা- হ্যাঁ, এরূপ শ্লোগানগুলিকে সামনে রেখে চলছে পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার অভিযান।

বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার লোকপুর বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির উপর একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কচিকাঁচাদের মধ্যে কিভাবে পথ পারাপার করতে হবে, কোন দিক দিয়ে পথ চলতে হবে, ট্রাফিক সিগন্যাল চিহ্নিত অনুযায়ী পথ পারাপার ইত্যাদি বিষয়গুলো পাঠদানের ন্যায় পড়ানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এএসআই নয়ন ঘোষ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থ দত্ত প্রমুখ।অনুরূপ ভাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের নিয়েও লোকপুর থানার পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এএসআই নয়ন ঘোষ,স্থানীয় শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৃনাল ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ।

লাগাতার বৃষ্টিতে ভাসল বিষ্ণুপুর আরামবাগ রাজ্য সড়ক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গতকাল সন্ধ্যা থেকে লাগাতার বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টিতেই বাঁকুড়ার কোতুলপুরের কাছে ভাসল বিষ্ণুপুর আরামবাগ রাজ্য সড়ক। বৃষ্টির জল জমে জলমগ্ন হয়ে পড়ল কোতুলপুরের বেশ কিছু এলাকা। বেশ কয়েকটি বাড়িতে জল ঢুকে ঘটল বিপত্তি। এমন ঘটনায় এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকাবাসী। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে গতকাল সন্ধ্যা থেকেই হুগলী জেলা লাগোয়া বাঁকুড়ার কোতুলপুরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। একদিকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি আর অন্যদিকে এলাকার বেহাল নিকাশী ব্যবস্থার কারনে জল জমতে শুরু করে কোতুলপুরের নেতাজী মোড় এলাকায়। হাঁটু সমান জল জমে যায় বিষ্ণুপুর আরামবাগ ২ নম্বর রাজ্য সড়কের কোতুলপুরের নেতাজী মোড় থেকে মিল মোড় পর্যন্ত এলাকায়। রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় যানবাহন চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় ওই সড়কে। হাতেগোনা দু একটি বাস ও বড় গাড়ি চলাচল করলেও সেগুলি চলাচল করছে একরাশ ঝুঁকি নিয়ে। এদিকে জমা জল রাস্তা ছাড়িয়ে আজ দুপুর থেকে ঢুকতে শুরু করে নেতাজী মোড়ে রাস্তার ধারে থাকা একাধিক বাড়িতে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ বিকালের দিকেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি যে আরো খারাপ হবে তা বলার অপেক্ষা থাকে না। এরজন্য এলাকার বেহাল নিকাশী ব্যবস্থাকে দূষছেন মানুষ।

ইসমাইল হানিয়া হত্যার প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

গাজোলে শিক্ষকরা সঠিক সময়ে স্কুলে না আসায় ক্ষোভ

সাধারণ

ট্রাম্পকে হারানোর মোক্ষম সুযোগ কমলার হাতে

সম্পাদকীয়

ফোন নম্বর ছাড়াই খোলা যাবে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট

টেক স্যাভি

চলে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য গ্রেট ওয়াল' গায়কোয়াড়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২ আগস্ট, ২০২৪
১৭ শ্রাবণ ১৪৩১
২৬ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 208 ■ Daily APONZONE ■ 2 August 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রেসিডেন্সিতে ঘেরাও উঠল, বাড়ছে না ভর্তি ফি

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ফি বৃদ্ধি কার্যকর না করার লিখিত আশ্বাস দেওয়ার পরে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে ২০ ঘন্টার ঘেরাও তুলে নিয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মুখপাত্র বিতান ইসলাম বলেছেন, কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়েছে যে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে নবীনদের প্রস্তাবিত ফি বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে না। স্নাতক ফি ৪,২০৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,২০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর ফি ৪,৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,২০০ টাকা করার প্রস্তাবিত ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন করছিলেন পড়ুয়ারা। দশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো এই ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ফি বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে না বলে নিশ্চিত করেছেন।

শ্রেণি বিন্যাসের নির্দেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়

এসসি-এসটিদের 'ক্রিমি লেয়ার' চিহ্নিত করে সংরক্ষণ থেকে বাদ দিতে হবে

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছে, রাজ্যগুলিকে অবশ্যই তফসিলি জাতি (এসসি) এবং তফসিলি উপজাতি (এসটি) এর মধ্যে 'ক্রিমি লেয়ার' চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের কোটার সুবিধা থেকে বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ৭ বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের ছ'জন বিচারপতিই তফসিলি জাতি-উপজাতির পুনর্বিন্যাসের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এই রায়ের পর কোনও রাজ্য চাইলে তফসিলি জাতি বা উপজাতিভুক্তদের শ্রেনিবিন্যাস করে আলাদা আলাদা শ্রেণির জন্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ চালু করতে পারে। এই বিচারপতিদের মধ্যে কেবলমাত্র বিচারপতি বেলা ত্রিবেদীই রায়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ছাড়াও বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী, পঙ্কজ মিথাল, বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় ইভি চিন্নাইয়া বনাম পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের ২০০৪ সালের রায়কে উল্টে দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, যেখানে রায় দেওয়া হয়েছিল যে উপ-শ্রেণিবিন্যাস অনুমোদিত নয় কারণ এসসি / এসটিগুলিকে সমজাতীয় শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পাঞ্জাব তফসিলি জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি (পরিষেবায় সংরক্ষণ) আইন, ২০০৬-এর বৈধতা সম্পর্কিত একটি মামলার বিষয়ে শীর্ষ আদালত এই রায় ঘোষণা করেছে, যা সংরক্ষিত শ্রেণির সম্প্রদায়ের উপ-শ্রেণিবিন্যাসের সাথে জড়িত। রায়ে বলা হয়, তফসিলি জাতিরা কোনও সমজাতীয় গোষ্ঠী নয় এবং তফসিলি জাতিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যাঁরা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, তাঁদের ১৫ শতাংশ সংরক্ষণে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সরকার তাদের সাব-ক্লাসিফাই করতে পারে।

তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে 'ক্রিমি লেয়ার' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি বি আর গাভাই বলেন, তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে এমন কিছু বিভাগ রয়েছে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিপীড়িত হয়ে আসছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যেও ক্রিমি স্তর চিহ্নিত করার জন্য রাজ্যকে অবশ্যই একটি নীতি তৈরি করতে হবে যাতে তারা ইতিবাচক পদক্ষেপের সুবিধা থেকে বাদ দিতে পারে। আমার মতে, একমাত্র এটাই এবং একমাত্র এটিই সংবিধানে বর্ণিত প্রকৃত সাম্য অর্জন করতে পারে।

উল্লেখ্য, 'ক্রিমি লেয়ার' হল সংরক্ষিত শ্রেণির ব্যক্তিদের একটি শ্রেণী – এক্ষেত্রে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি – যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত।

বিচারপতি গাভাই বলেন, তফসিলি জাতি বিভাগের কোনও ব্যক্তির সন্তান যিনি সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েছেন তাকে সংরক্ষণের সুবিধা না পাওয়া ব্যক্তির সন্তানদের সমান মর্যাদায় রাখা যায় না। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, তফসিলি জাতি/উপজাতিদের মধ্যে ক্রিমি স্তর চিহ্নিত করার মাপকাঠি অবশ্যই ওবিসিদের থেকে আলাদা হতে হবে। বিচারপতি বিক্রম নাথও বিচারপতি গাভাইয়ের মতামতকে সমর্থন করে বলেন, ওবিসিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্রিমি লেয়ার নীতি তফসিলি জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল বলেন, সংরক্ষণ কেবল প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। প্রথম প্রজন্মের কোনও সদস্য সংরক্ষণের মাধ্যমে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে গেলে দ্বিতীয় প্রজন্মের কোনও সদস্য সংরক্ষণের অধিকারী হওয়া উচিত নয়।

বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা বিচারপতি গাভাইয়ের মতামতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন, তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের চিহ্নিত করার বিষয়টি রাজ্যের সাংবিধানিক অপরিহার্য হওয়া উচিত। বিচারপতি গাভাই বলেন, ক্রিমি লেয়ারের বিষয়টি বিবেচনা করা উপযুক্ত কারণ আদালত অসম গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা সম্পর্কিত প্রশ্নটি নিয়ে কাজ করছে।

বিচারপতিদের বেঞ্চ যেসব পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে অন্যতম হল, যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হবে তা হল তফসিলি জাতি বিভাগে অসম ব্যক্তিদের প্রতি সমান আচরণ সাম্যের সাংবিধানিক উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বা এটিকে ব্যর্থ করবে? আইএএস/আইপিএস বা সিভিল সার্ভিস অফিসারের সন্তানকে কি গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত/জেলা পরিষদ স্কুলে অধ্যয়নরত তফসিলি জাতিভুক্ত সুবিধাবঞ্চিত সদস্যের সন্তানের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

এছাড়া বলা হয়, 'প্রথম শ্রেণীর পিতামাতার সন্তানের জন্য যে শিক্ষা সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তা অনেক বেশি হবে, হয়তো অতিরিক্ত কোচিংয়ের সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাবে; বাড়ির পরিবেশ অনেক উন্নত এবং শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনুকূল হবে। বিপরীতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পিতামাতার সন্তান কেবল ন্যূনতম শিক্ষা পাবে; কোচিং ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা তার কাছে একেবারেই অনুপলব্ধ থাকবে। সে তার পিতামাতার সাহচর্যে বাস করবে যাদের শিক্ষা নেই এবং এমন একটি শিশুকে গাইড করার মতো অবস্থানও নেই।তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত পিতামাতার সন্তান, যাঁরা সংরক্ষণের সুবিধার জন্য উচ্চ পদে পৌঁছেছেন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়েছেন এবং গ্রামে কায়িক পরিশ্রম করা বাবা-মায়ের সন্তানদের একই বিভাগে ফেলে দেওয়া সাংবিধানিক ম্যান্ডেটকে পরাজিত করবে।

মাদ্রাসা নিয়ে নির্দেশ প্রত্যাহারে যোগীর কাছে আর্জি ল বোর্ডের

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সাথে দেখা করে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার্থীদের সরকারি পরিচালিত স্কুলে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত মৌলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি মাহালি পিটিআইকে জানিয়েছেন, প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এআইএমপিএলবির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান মুজাদ্দিদি। উত্তরপ্রদেশের ৮,৪৪৯টি মাদ্রাসাকে রাজ্য সরকারের জারি করা নোটিশের উপর ভিত্তি করে জেলা প্রশাসন এই মাদ্রাসাগুলিকে তাদের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্তি করার নির্দেশ দিচ্ছে।প্রতিনিধি দলের যুক্তি ছিল, ২৬ জুন তৎকালীন মুখ্যসচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, তা সংবিধানের পরিপন্থী, যেখানে সংখ্যালঘুদের তাঁদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা উল্লেখ করেন মাদ্রাসা এবং বৈদিক পাঠশালাগুলি ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ৭ জুন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন মুখ্যসচিবকে যে চিঠি দিয়েছে তা নিয়েও তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বোর্ড। ফারাঙ্গি মাহালি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যসচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র ২৬ জুনের নির্দেশে সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ৭ জুন এনসিপিসিআর-এর একটি চিঠি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় থাকা সব অমুসলিম শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বেসিক এডুকেশন কাউন্সিলের অধীনে থাকা স্কুলে ভর্তি করতে হবে। এছাড়া স্বীকৃত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত সমস্ত শিশুকে কাউন্সিল স্কুলে ভর্তি করতে হবে। উত্তরপ্রদেশে প্রায় ২৫,০০০ মাদ্রাসা রয়েছে, যার মধ্যে ১৬,০০০ সরকার স্বীকৃত।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২০৮ সংখ্যা, ১৭ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৬ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

ক্ষমতা

সদ্য সমাপ্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে বুথফেরত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, উগ্র ডানপন্থিদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। ইহার পর গতকাল আকস্মিক এক ঘোষণায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভাঙিয়া দিয়া আগামী ৩০ জুন ও ৭ জুলাই দুই দফায় দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন তিনি। বুথফেরত জরিপ প্রকাশের পর এক ভাষণে উগ্র ডানপন্থি নেতা জর্ডান বারডেলা ম্যাক্রঁকে ফরাসি পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া দুই দলের ভোটের ব্যবধানকে 'প্রেসিডেন্টের জন্য হতাশাজনক' বলিয়া অভিহিত করেন। এমন বক্তব্যের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ম্যাক্রঁ উক্ত ঘোষণা দেন, যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহার মেয়াদ আরো তিন বছর বাকি রহিয়াছে। গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য মূলত এইখানেই, যাহা আমরা বিশেষ করিয়া উন্নত বা অগ্রসরমাণ বিশ্বে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই বাস্তবতা ম্যাক্রঁ নিজেও জানেন, কিন্তু তাহার পরও দেশ ও জাতির রায়ই তাহার নিকট শেষ কথা। জাতির উদ্দেশে ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, 'আমার সিদ্ধান্তটি গুরুতর। কিন্তু ইহার মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং সার্বভৌম জনগণের মতামত প্রকাশের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটিল। ইহাকে আমি জাতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা বলিয়া মনে করি।' ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, 'আমি আপনাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে আপনাদের সংসদীয় ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছি।' গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূলত জনগণের ভোটাধিকার তথা জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। আর এই জনমত যাচাইয়ের প্রধান নিয়ামক হইল অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। এই সংস্কৃতি প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে অনেক রাষ্ট্রে—যেমন ব্রিটেনে। বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে পদত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহার পূর্বে তেরেসা মে ও বরিস জনসনও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাহাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিতর্কের পর পদত্যাগ করেন বা করিতে বাধ্য হন। সারকথা হইল, ২০১৯ সালের পর হইতে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে চার জন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, কিন্তু শুধু জনগণের ম্যান্ডেটকে শ্রদ্ধা করিয়াই তিন জন স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থাত্ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ সমুন্নত রাখিবার প্রশ্নে তাহারা আপস করেন নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাহারা ক্ষমতা হইতে সরিয়া গিয়াছেন; কেহই ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। গণতন্ত্রের আসল শিক্ষা ইহাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসাবে 'গণতন্ত্র' নবযাত্রা শুরু করে। বর্তমান সময়ের ন্যায় আগামী দিনগুলির জন্যও গণতন্ত্র সবচাইতে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা, যাহা লইয়া সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তবে সাম্প্রতিক বত্সরগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংকট অধিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিগত এক দশকে বিশ্ব জুড়িয়া বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! অনেক দেশেই জটিল রূপ নিয়াছে গণতন্ত্রচর্চার প্রেক্ষাপট। গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন বলিতে যাহা বোঝায়, এই সকল দেশে তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইতেছে। বরং গণতন্ত্রের নামে এই সকল ভূখণ্ডে স্থান করিয়া নিয়াছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা, গণবিরোধিতা, কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা ও আত্মপূজাসহ নানাবিধ বিষয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা। সরকারগুলির এহেন গণতন্ত্রমনস্কতার অভাব ও আত্মকেন্দ্রিকতা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের সম্মুখে মারাত্মক সংকট দাঁড় করাইয়া দিতেছে। কতিপয় আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশও এই তালিকার বাহিরে নহে। উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এই সকল দেশে গণতান্ত্রিক স্পেস ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গণতন্ত্রপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষের জন্য এই প্রবণতা দুশ্চিন্তার কারণ বটে। 'ডেমোক্রেসি ইজ আ স্টেট অব মাইন্ড' তথা গণতন্ত্র মানসিক ব্যাপার—গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ইহাই। জনগণের স্বার্থই এইখানে প্রধান ও প্রথম। যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহার চর্চা নাই। সেইখানকার ক্ষমতাসীনরা সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও চরম বিতর্ক-সমালোচনা এবং কঠিন আন্দোলন, সংগ্রাম, রক্তারক্তির পরও ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহেন। ইহা জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের পথে যে বড় অন্তরায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ট্রাম্পকে হারানোর মোক্ষম সুযোগ কমলার হাতে

আমেরিকার রাজনীতিতে গত এক মাসে যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই বইপত্র লেখা হবে। মাত্র চার সপ্তাহের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে নতুন নতুন মোচড়, নতুন বাঁক ও প্রবাহের পরিবর্তন দেখা গেছে। নির্বাচনের মাত্র এক শ দিন বাকি আছে। এ অবস্থায় এখন ভোটাররা দৌড়ের শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা অনুভব করছেন। লিখেছেন **রিড গ্যালেন**

আমেরিকার রাজনীতিতে গত এক মাসে যা ঘটে গেছে, তা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই বইপত্র লেখা হবে। মাত্র চার সপ্তাহের ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে নতুন নতুন মোচড়, নতুন বাঁক ও প্রবাহের পরিবর্তন দেখা গেছে। নির্বাচনের মাত্র এক শ দিন বাকি আছে। এ অবস্থায় এখন ভোটাররা দৌড়ের শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা অনুভব করছেন।

নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স ইস্যুটি ভোটারদের উদ্বেগের শীর্ষে ছিল। বাইডেন ইতিমধ্যেই ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছেন। তিনি যদি দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতেন তাহলে মেয়াদ শেষে তাঁর বয়স দাঁড়াত ৮৬ বছর। জরিপে দেখা গেছে, দেশ পরিচালনার জন্য যে বিচক্ষণতা থাকা দরকার, বয়সের কারণে বাইডেনের সে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা আছে কি না, তা নিয়ে বেশির ভাগ ভোটার গুরুতরভাবে সন্দিহান।

বাইডেন, তাঁর পরিবারের সদস্যরা এবং তাঁর নিজস্ব বলয়ের লোকজন যখন তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত হবে কি না—এই প্রশ্ন নিয়ে রশি-টানাটানি করছিলেন; ঠিক সেই সময়ে ট্রাম্পকে খোশ মেজাজে মাঠে দেখা গেছে। তিনি এতটাই নির্ভার ও নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন যে এ সময়টাতে তিনি প্রচারের মাঠের চেয়ে গলফ খেলার মাঠে বেশি সময় দিয়েছেন। এরপর ১৩ জুলাই পেনসিলভানিয়ায় সবচেয়ে বড় নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। এই দিন ট্রাম্প যখন প্রচার সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, একটি গুলি ফুটল এবং বন্দুকধারীর বুলেট তাঁর কান ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

গুলি খাওয়ার পরের মুহূর্তটিকেও ধূর্ত ট্রাম্প সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে ভুল করেননি। তাঁকে যখন ভিড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর গাল পর্যন্ত রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল এবং সেই অবস্থায় তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে 'ফাইট! ফাইট!' বলে স্লোগান দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও ট্রাম্পের সমর্থন খুব একটা বাড়েনি। অনেকগুলো নাটকীয় ঘটনা নিরপেক্ষ ও দোদুল্যমান ভোটারদের কিংবা ট্রাম্পবিরোধী রিপাবলিকানদের ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? এর সোজা জবাব হলো, বেশির ভাগ আমেরিকানের কাছে বাইডেন বা ট্রাম্পের কাউকেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

বাইডেন তো বৃদ্ধ বটেই, অন্যদিকে ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পও খুব কম বয়সী নন। এর বাইরে ট্রাম্প একজন উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিগ্রস্ত, খামখেয়ালি একজন লোক। তিনি নির্বাচিত হলে এমন সব নীতি বাস্তবায়ন করতে পারেন, যেগুলো তাঁর সংকীর্ণ নিজস্ব বলয় ও চরমপন্থী শিবিরের বাইরে সামান্য সংখ্যক লোকের সমর্থন পাবে।

অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরাও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ভুল করেছেন। বাইডেন নির্বাচনী দৌড়ে থাকবেন কি না, তা নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, সে সময় বাইডেনের প্রচারশিবিরসহ সমগ্র ডেমোক্রেটিক প্রতিষ্ঠানের উচিত ছিল ট্রাম্প ও তাঁর সদ্য ঘোষিত ক্রেমলিন-সমর্থিত রানিংমেট জেডি ভ্যান্সের বিরুদ্ধে সমানতালে প্রচার চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার বদলে ডেমোক্র্যাটরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার আগপর্যন্ত একধরনের স্থাণু অবস্থায় আটকে রইলেন। এই ব্যাপারটি যে ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে প্রথমবার ঘটেছে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে প্রায় পাঁচ বছর ধরে কাজ করার সময় আমি নিজে দেখেছি, কীভাবে দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা দলটিকে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার সময় অনর্থক কারণের ওপর নিজেকে নির্ভরশীল করে ফেলে। সেই দিক থেকে বাইডেনের সরে দাঁড়ানো এবং তাঁর জায়গায় কমলা হ্যারিসের প্রতি সমর্থন দিতে দলটির প্রায় এক মাস লেগে যাওয়া আমাদের মোটেও অবাক করেনি।

শিগগিরই আরেকটি 'প্রথম' আমরা পেতে পারি: কমলা যদি নভেম্বরে জয়ী হন, তবে তিনি হবেন আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। সেই সম্ভাবনা বেশ জোরালো হতে দেখা যাচ্ছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় চাঁদাদাতারা কমলার প্রচারাভিযানের জন্য রেকর্ড ভেঙে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চাঁদা দিয়েছেন। নির্বাচনী সমাবেশে তাঁর প্রথম উপস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক উল্লসিত মানুষ দেখা গেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা থেকে শুরু করে চাঁদাদাতারা কমলার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

তবে দৃশ্যপটে কমলার আগমন শেষ পর্যন্ত আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে আগের চেয়ে চিত্তাকর্ষক প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে। একবিংশ শতাব্দী আমেরিকান রাজনীতিতে অনেকগুলো 'প্রথম' নিয়ে এসেছে: আমরা পেয়েছি প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, তারপর পেয়েছি প্রথম কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট, একটি বিশ্বব্যাপী মহামারির মধ্যে হওয়া প্রথম নির্বাচন। শিগগিরই আরেকটি 'প্রথম' আমরা পেতে পারি: কমলা যদি নভেম্বরে জয়ী হন, তবে তিনি হবেন আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। সেই সম্ভাবনা বেশ জোরালো হতে দেখা যাচ্ছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় চাঁদাদাতারা কমলার প্রচারাভিযানের জন্য রেকর্ড ভেঙে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চাঁদা দিয়েছেন। নির্বাচনী সমাবেশে তাঁর প্রথম উপস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক উল্লসিত মানুষ দেখা গেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা থেকে শুরু করে চাঁদাদাতারা কমলার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী ১০০ দিনে দুই প্রার্থীর মধ্যে লড়াই তীব্র হতে থাকবে। তরুণ ও উদ্যমী কমলার পাশে দাঁড়ানো প্রায় ৮০ বছর বয়সী ট্রাম্পকে আরও জীর্ণ-শীর্ণ দেখাবে। যেখানে কমলার জনপ্রিয়তার পালে তীব্র হাওয়া বইছে, সেখানে ট্রাম্পের ভাবমূর্তি ও চেহারায় আবেদনের অভাব তাঁকে নিচে টেনে নামাতে থাকবে। কমলা একটি যৌবনদীপ্ত, স্পষ্ট ও তেজি ভাবমূর্তি নিয়ে যত উত্সাহী প্রজন্মের কাছে ফুটে উঠবেন; ট্রাম্প ততই তাঁর পশ্চাৎমুখী, কুৎসিত বক্তব্য এবং ভীতি-কৌশলের দিকে ঝুঁকতে থাকবেন। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ বলেছিলেন, রাজনীতিতে 'বিগ মো' (বিগ মোমেন্টাম) বা 'মোক্ষম মুহূর্ত' বলে একটি ব্যাপার আছে এবং রাজনৈতিক দলকে সেই 'বিগ মো' লাগসইভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই মুহূর্তে সেই 'বিগ মো' 'টিম হ্যারিসের' অনুকূলে। যদি তিনি সেটিকে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে তিনি হয়তো ট্রাম্পের বিধ্বংসী পরাজয় ঘটাতে পারবেন।

রিড গ্যালেন আমেরিকান গণতন্ত্র রক্ষা এবং কর্তৃত্ববাদী প্রার্থীদের পরাজিত করার জন্য নিবেদিত গণতন্ত্রপন্থী জোট জয়েনদ্যইউনিয়ন ডট আস-এর প্রেসিডেন্ট

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

এবার নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল

আপনজন ডেস্ক: রাজধানী দিল্লিতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা নতুন পার্লামেন্ট ভবনের ছাদের একটি অংশ দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই অতি বৃষ্টির কারণেই সংসদে জল চুঁইয়ে পড়েছে। এদিকে নতুন পার্লামেন্ট ভবনের এমন অবস্থা দেখে ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কঠোর সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলো। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ সংসদের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, পুরোনো পার্লামেন্ট ভবন এটির চেয়ে ভালো ছিল। কেন আমরা পুরোনো ভবনে ফিরে যাচ্ছি না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নতুন সংসদে জল চুঁইয়ে পড়া বন্ধ না হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি মহুয়া মৈত্র এবং কংগ্রেসের এমপি মানিকাম ঠাকুরও এই বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। দিল্লির ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি (আপ) এক্সে একটি পোস্টে লিখেছে, ১২০০ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি পার্লামেন্টকে এখন নির্ভর করতে হচ্ছে ১২০ টাকার একটি বালতির উপর। কয়েকদিন আগে হাজার কোটি টাকা দিয়ে তৈরি করা নতুন রাম মন্দিরের ছাদও ফেটে জল পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া দ্রুতগতির বন্দে ভারত ট্রেনের বগির ভেতরও বৃষ্টির জল আসার ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এই নতুন পার্লামেন্ট ভবনের জল চুঁইয়ে পড়ার ঘটনা বিরোধী দলগুলোর সমালোচনার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। তাদের দাবি, এত বিপুল অর্থ ব্যয় করে তৈরি করা স্থাপনাগুলোর মান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অখিলেশ যাদব, মহুয়া মৈত্র ও মানিকাম ঠাকুর ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনায় সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরছেন। তারা বলছেন, জনগণের করের টাকায় তৈরি এসব স্থাপনায় এমন ত্রুটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনায় বিজেপি সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে এবং জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আপন কণ্ঠ

খুচরো টাকার সমস্যা প্রবল

বর্তমানে বাজারে ছোট মাপের নোটের অভাব একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন ধরেই ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নতুন নোটের দেখা মিলছে না। ব্যাংক অথবা এটিএম থেকে টাকা তুললে সাধারণত ৫০০, ২০০ এবং ১০০ টাকার নোটই দেওয়া হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ ছোট মাপের নোটের অভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে সমস্যায় পড়ছেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, বাজারে ৫০ টাকার নোট খুচরো করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক দোকানদার ছোট নোট না থাকায় ক্রেতাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাধ্য করছেন, যা একপ্রকারের অনৈতিক চাপ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর সাথে সাথে, বাজারে ২, ৫, ১০, ২০ টাকার কয়েন নিয়েও বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। ছোট ১ টাকার কয়েন অনেকেই নিতে চায় না। আবার একসঙ্গে ৫টা ২ টাকার কয়েন কোন দোকদারকে দিলে রাগ দেখায়। ছেড়া/ফাটা ১০/২০ টাকার নোট কোন দোকনদার, গাড়ির ড্রাইভা কেউ নিতে চাইছে না, আবার তারাই ঐ ধরনের টাকা গ্রাহকে দিচ্ছে, সেটা না নিলেও ঝগড়া করছে। আবার নতুন ২ টাকার কয়েনের আকৃতি এবং আকারে প্রায় পুরনো ১ টাকার কয়েনের মতোই, যা বৃদ্ধ বা দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে বিভ্রান্তিকর হয়। এমন পরিস্থিতিতে, সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রকের কাছে আবেদন, এই অকারণ খুচরো-সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

প্রিন্স বিশ্বাস

শিক্ষক নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কলকাতা

বিশেষ প্রতিবেদন

ইসমাইল হানিয়া হামাসের বাস্তববাদী নেতা ছিলেন

হামাসের দাবি অনুযায়ী, তাদের নেতা ইসমাইল হানিয়াকে ইরানে 'জায়নবাদীরা' হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক বজ্র কঠোর মুখ। এই যুদ্ধ চলাকালে গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাঁর তিন ছেলে নিহত হন।

তবে ইসমাইল হানিয়া বরাবরই কঠোর ভাষায় কথা বললেও, বহু কূটনীতিক তাঁকে গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কট্টরপন্থী অন্য নেতাদের তুলনায় মধ্যপন্থী ঘরানার নেতা হিসেবে দেখেছেন।

২০১৭ সালে হামাসের শীর্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে হানিয়া তুরস্ক এবং কাতারের রাজধানী দোহায় যাওয়া-আসার মধ্যে ছিলেন। এই দুই দেশে বিভিন্ন সময় অবস্থান তাঁকে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় আলোচক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম করেছিল।

হামাসের ভাষ্যমতে, ইসমাইল হানিয়ার তিন ছেলে—হাজেম, আমির ও মোহাম্মদ গত ১০ এপ্রিল গাজায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন। হামাস বলেছে, ইসরায়েলের হামলায় হানিয়া তাঁর আরও এক ছেলে, তিন মেয়ে ও চার নাতিকে হারিয়েছেন।

ইসরায়েল দাবি করেছিল, হানিয়ার নিহত ছেলেরা হামাসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু হানিয়া সে সময় ইসরায়েলের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, তাঁরা হামাসের যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁর সন্তানেরা নিহত হওয়ার পর যখন হানিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁদের হত্যাকাণ্ড যুদ্ধবিরতির আলোচনায় প্রভাব ফেলবে কি না, তখন তিনি বলেছিলেন, 'ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থ সবার ওপরে'।

গত এপ্রিল মাসে ইসরায়েলের পুলিশ হানিয়ার এক বোনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে সময় ইসরায়েলি পুলিশ এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেট বলেছিল, হানিয়ার ওই বোন হামাস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ইসরায়েলের যে এলাকায় তিনি থাকতেন, সেখানে তিনি 'সন্ত্রাসী হামলা' উসকে দিতেন।

ইসমাইল হানিয়া জনসমক্ষে কঠিন ভাষায় বক্তব্য দিতেন। তবে আরব কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা মনে করতেন, গাজায় তিনি তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বাস্তববাদী নেতা ছিলেন। ইসমাইল হানিয়া যে মুহূর্তে বলছিলেন ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীকে 'গাজার বালুতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে', ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর পূর্বসূরি হামাস নেতা খালেদ মেশাল কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরায়েলি সেনাদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় তিনি বিভিন্ন মহলে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

২০১৭ সালে যখন হানিয়া গাজা ছাড়েন, তখন তিনি ইয়াহিয়া সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হন। সিনওয়ার দুই দশকের বেশি সময় ইসরায়েলি কারাগারে কাটিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসেবে সিনওয়ার মুক্তি পাওয়ার পর গাজায় ফিরলে হানিয়া সে সময় তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

কাতার ইউনিভার্সিটির ফিলিস্তিনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আদিব জিয়াদেহ হানিয়া নিহত হওয়ার আগে বলেছিলেন, 'হানিয়া আরব সরকারগুলোর সঙ্গে হামাসের রাজনৈতিক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' জিয়াদেহ বলেছিলেন, 'হানিয়া হামাসের একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ফ্রন্ট।' হানিয়া ও খালেদ মেশাল মিসরে গিয়ে সেখানকার সেই সব কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, যাঁরা যুদ্ধবিরতি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও পালন করছিলেন।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে দেখা করতে নভেম্বরের শুরুতে হানিয়া তেহরানে গিয়েছিলেন। যুবা বয়সে হানিয়া গাজা শহরের ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়াশোনা করছিলেন, তখন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন।

১৯৮৭ সালে প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা গঠনের সময় তিনি হামাসে যোগ দিয়েছিলেন। ওই সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অল্পকালের জন্য তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে হানিয়া হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের একজন বিশিষ্ট খাদেম হয়ে উঠেছিলেন। হানিয়ার পরিবারের মতো ইয়াসিনের পরিবারও আশকেলনের নিকটবর্তী আল জুরা গ্রামের শরণার্থী ছিলেন।

১৯৯৪ সালে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হানিয়া বলেছিলেন, ইয়াসিন তরুণ ফিলিস্তিনিদের জন্য একজন রোল মডেল। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তাঁর কাছ থেকে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের জন্য নিজেদের কোরবানি করা শিখেছি এবং এই অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের কাছে নতজানু না হওয়া শিখেছি।'

পরবর্তী সময়ে ২০০৪ সালে ইয়াসিনকে ইসরায়েল হত্যা করেছিল। হামাসকে সশস্ত্র গ্রুপ থেকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিষয়ে সর্ব প্রথম যে কয়জন হামাস নেতা চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে হানিয়া প্রথম সারিতে ছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি বলেছিলেন, হামাস রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে তাদের পক্ষে উদ্ভূত নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ মোকাবিলা করা সহজ হবে।

হানিয়ার এই প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে হামাস নেতৃত্ব খারিজ করে দিলেও পরে তা অনুমোদিত হয়েছিল। এবং তার ধারাবাহিকতায় গাজা থেকে ইসরায়েল 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার এক বছর পর ২০০৬ সালে হামাস ফিলিস্তিনি পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সুবাদে হানিয়া ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী হন।

হামাস ২০০৭ সালে গাজার শাসনভার গ্রহণ করে। ওই সময় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন হামাসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ গ্রুপের মাহমুদ আব্বাস। মাহমুদ আব্বাস ওই বছরই হানিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। ২০১২ সালে হানিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হামাস সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে কি না। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'অবশ্যই না'। তিনি বলেছিলেন, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক—সব ধরনের প্রতিরোধ জারি থাকবে।

রয়টার্স থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

কার্বন নির্গমন বন্ধ করার পথে নরওয়ের দ্বীপমালা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের এক প্রান্তে অবস্থিত স্ভালবার্ড দ্বীপমালা শস্যের ভল্টের কারণে পরিচিত। এবার সেখানে ধাপে ধাপে জীবাশ্ম জ্বালানি ত্যাগ করে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি চালু করার উদ্যোগ চলছে। একমাত্র কয়লাখনিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুমেরু বৃত্তের ওপরে স্ভালবার্ড দ্বীপমালায় মিয়া স্লেটাস বাস করেন। ২৪ বছর বয়সী এই নারীর ঠিকানা নরওয়ের লোংইয়ারবেইয়েন বসতি। তার জন্য যে কাজ দৈনন্দিন জীবনের অংশ, সেটা কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। তিনি পার্মাফ্রস্ট এলাকার এমন এক কয়লা খনিতে কাজ করেন, যেখানে গত প্রায় ৫০ বছর ধরে উত্তোলন চলছে। পাতালে প্রবেশের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি জরুরি। কয়লা খনির মূল অংশ সাত কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। প্রথমে গাড়ি করে, তারপর ইলেকট্রিক যানে চেপে এবং শেষে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয়। মিয়া একটি সুড়ঙ্গ স্থিতিশীল করছেন। সিলিং-এ ড্রিলিং করে এবং লোহার রড ঢুকিয়ে তিনি পাথরের চাপ সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তার মতে, সব সময়ে প্রথমেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। তা না করে এগোনো ঠিক নয়। সাত নম্বর মাইন স্ভালবার্ড দ্বীপমালায় নরওয়ের শেষ সক্রিয় খনি। আগামী বছরের গ্রীষ্মে সেটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ বিকল্প জ্বালানির উৎস বেছে নেয়ার যে পরিকল্পনা করছে, এই সিদ্ধান্ত তারই অংশ। মিয়া স্লেটাস বলেন, আমি যখন মাইনে কাজ শুরু করি, তখন ২০৪৫ সাল পর্যন্ত সেটি চালু রাখার পরিকল্পনা ছিল। এক বছর পরেই আমাদের বলা হলো, খনি বন্ধ হচ্ছে। এখনো আমি শান্ত রয়েছি, খুব বেশি চিন্তা না করার চেষ্টা করছি।
সব খনি শ্রমিক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। ২০২৩ সালে সাত নম্বর মাইন বন্ধ করার পরিকল্পনা হয়েছিল। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সেটি চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৯/১১ হামলার দোষ স্বীকারে সম্মত অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ নাইন এলিভেন (৯/১১) সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনার দায় মাথায় পেতে নিতে রাজি হয়েছেন তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তি। তবে এই জন্য বিচার শেষে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না বলে শর্ত দিয়েছেন তারা। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, কিউবায় মার্কিন নৌবাহিনীর ঘাঁটি গুয়ান্তানামো কারাগারে খালিদ শেখ মোহাম্মদ, ওয়ালিদ মুহাম্মদ সালিহ মুবারক বিন আত্তাশ এবং মুস্তাফা আহমেদ আদম আল-হাওসাভিকে বছরের পর বছর ধরে বিচার ছাড়াই আটকে রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী, প্রসিকিউশন মৃত্যুদণ্ড না চাওয়ার বিনিময়ে অভিযুক্তরা তাদের দোষ স্বীকার করবে। তবে এই প্রি-ট্রায়াল চুক্তির শর্তাবলী এখনো প্রকাশ করা হয়নি। নিউ ইয়র্ক, ভার্জিনিয়া এবং পেনসিলভেনিয়ায় প্রায় তিন হাজার মানুষ আল-কায়েদার হামলায় নিহত হয়েছিল, যা ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ ঘোষণা এবং আফগানিস্তান ও ইরাকে আক্রমণের সূত্রপাত করেছিল। ১৯৪১ সালে হাওয়াইয়ের পার্ল হারবারে জাপানি হামলায় দুই হাজার ৪০০ জন নিহত হয়েছিল। এরপর ৯/১১ এর হামলা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হামলা।
সংবাদমাধ্যম দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, এই চুক্তিটি প্রথমে একটি চিঠিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা প্রসিকিউটরদের মাধ্যমে অভিযুক্তদের পরিবারের কাছে পাঠানো হয়।

ইসমাইল হানিয়া হত্যার প্রতিবাদে তুরস্কে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তুরস্কে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। বুধবার (৩১ জুলাই) রাতে ইস্তাম্বুলে ফিলিস্তিনপন্থী হাজারো বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে আসেন। খবর রয়টার্সের। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ইরানের রাজধানী তেহরানে ইসরায়েলি হামলায় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া নিহত হয়েছেন। ইরানের শাসকগোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ডের কঠোর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইস্তাম্বুলে বিক্ষোভকারীরা হানিয়ার ছবি ও ব্যানার সম্বলিত পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এতে ‘‘শহীদ হানিয়া, জেরুজালেম আমাদের এবং আপনার পথই আমাদের পথ’’ লেখা দেখা গেছে।
ইস্তাম্বুলের ফাতিহ জেলায় মিছিলের সময় তুর্কি ও ফিলিস্তিনি পতাকা নেড়ে বিক্ষোভকারীরা ‘‘খুনি ইসরায়েল, ফিলিস্তিন থেকে বেরিয়ে যাও’’, ‘‘গাজা নগরী প্রতিরোধে ইস্তাম্বুলের সহস্র অভিবাদন’’সহ বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন।
ইসমাইল হানিয়ার ওপর হামলার ঘটনায় ইসরায়েল ব্যাপকভাবে জড়িত বলে ধারণা করা হলেও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার এখন পর্যন্ত দায় স্বীকার করেনি। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবে না।
এর আগে বুধবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান তেহরানে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বলেন, হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা ফিলিস্তিনিদের মনোবল ভাঙতে পারবে না।

হানিয়া হত্যাকাণ্ড: নতুন বিস্তৃত সংঘাতের পথে মধ্যপ্রাচ্য

আপনজন ডেস্ক: ইরানের তেহরানে গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদল হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এর কঠোর জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং হামাস। স্বাভাবিকভাবেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে হিজবুল্লাহ ও হুতি বিদ্রোহীরা। এতে মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা। এই হত্যার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের নেতারাও। ইসরায়েলের অন্যতম প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র এই হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, তেহরানে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডে ইরানের অভ্যন্তরে ইসরায়েলের তৎপরতা চালানোর সক্ষমতা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ইসমাইল হানিয়ার নিহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়। এতে বলা হয়, রাজধানী তেহরানে এক হামলায় হানিয়া এবং তার একজন দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীও এক বিবৃতিতে হামাসের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতার নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে। পরে হামাসের পক্ষ থেকেও এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়। ইসমাইল হানিয়া ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তেহরানে গিয়েছিলেন। সেখানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ

আলী খামেনির সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে মঙ্গলবার মধ্যরাতের দিকে তেহরানের যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, সেখানেই সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। ইরানি সূত্রের বরাতে প্রচারমাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বলা হলেও হানিয়াকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা শতভাগ নিশ্চিত নয়। ইরানের বার্তা সংস্থা ফারস বলেছে, আকাশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে এ হত্যাকাণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে অন্যরাও ধারণা করছে।
বিশ্লেষকরা এই হত্যাকাণ্ডকে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার বড় ব্যর্থতা আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে ইরানের প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের নিরাপত্তা জোরদার করা সত্ত্বেও রাজধানীর বুকে এ ধরনের হামলার কারণে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্যারিসভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ ফর দ্য মেডিটেরানিয়ান অ্যান্ড মিডল ইস্টের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট অ্যাগনেস লেভালোইস বলেন, হানিয়ার হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে না পারা ইরানের জন্য খুবই বিব্রতকর। ইসমাইল হানিয়াকে ইসরায়েল হত্যা করেছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। আর ইরানের ভূখণ্ডের গভীরে ইসরায়েলের এ রকম তৎপরতার বিষয়টি তেহরানের জন্য উদ্বেগের বিষয়। দীর্ঘদিন ধরেই ইরানে নাশকতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসার অভিযোগ রয়েছে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে।
লেভালোইস অ্যাগনেস বলেন, ‘আমরা জানি, ইরানে প্রচুর ইসরায়েলি গোয়েন্দা রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা কতটা সংগঠিত। তাদের কাছে হানিয়ার অবস্থান ও চলাফেরা সংক্রান্ত সব তথ্য ছিল।’
এর কিছু আগেই লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর এক নেতাকে হত্যার দাবি করে ইসরায়েল। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ইরান সমর্থিত দুই সশস্ত্র সংগঠনের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতার হত্যাকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন করে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
সর্বাত্মক যুদ্ধের কাছাকাছি মধ্যপ্রাচ্য ইসমাইল হানিয়া হত্যার জেরে মধ্যপ্রাচ্য ‘অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে বেশি’ সর্বাত্মক যুদ্ধের কাছাকাছি চলে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন বিষয়ক অধ্যাপক নাদের হাশেমি।

ইসরায়েলে সরাসরি হামলার নির্দেশ খামেনির

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়া হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলে সরাসরি হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি।
সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, তিনজন অজ্ঞাতনামা ইরানি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমস এ তথ্য জানিয়েছে।
বুধবার ভোরে ইরানের রাজধানী তেহরানে নিজ বাসভবনে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করা হয়। ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মঙ্গলবার কাতার থেকে তেহরানে গিয়েছিলেন হানিয়া।
ইসরায়েল গুপ্তহত্যা চালিয়ে হানিয়াকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে ইরান ও হামাস। তবে এ নিয়ে তেল আবিবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অবশ্য ইসরায়েল এর আগে, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার ঘটনায় গাজা যুদ্ধ শুরুর সময় ইসমাইল হানিয়া এবং অন্যান্য হামাস নেতাদের হত্যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেহরানে হানিয়াকে হত্যার ঘটনায় বুধবার সকালে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল জরুরি বৈঠকে বসে। ইরানি কর্মকর্তাদের মতে, বৈঠকে ইসরায়েলে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। ইরানে এই ধরনের বৈঠক কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে ডাকা হয়। এর আগে গত এপ্রিলে সিরিয়ায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের দুই শীর্ষ সামরিক কমান্ডার নিহত হওয়ার পর একই ধরনের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ইরানি কর্মকর্তারা জানান, ইরান কত জোরালো হামলা চালাবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।
ইরানের সামরিক কমান্ডাররা তেল আবিব এবং হাইফার আশপাশে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্রের সমন্বয়ে হামলার কথা বিবেচনা করছেন। তবে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এড়ানোর জোর চেষ্টা করা হবে। ইরান এবং এর অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে সমন্বিত আক্রমণের কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাক থেকেও হামলা চালানো হতে পারে। এদিকে ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, তেল আবিব কূটনৈতিক ব্যাকচ্যানেলের মাধ্যমে ইরানকে বার্তা পাঠিয়েছে যে, ইরান এবং তার প্রক্সিরা যদি দেশটির বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণ চালায় তাহলে ইসরায়েল পূর্ণ মাত্রার যুদ্ধে চলে যাবে।

চলমান গাজা যুদ্ধে ১১ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র ক্রয় ইসরাইলের

আপনজন ডেস্ক: চলমান গাজা যুদ্ধে ১১ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র কিনেছে ইসরাইল।
বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, গত ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১১ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র কিনেছে দেশটি। সংগ্রহ করা অস্ত্রের মধ্যে একটি এফ-৩৫, ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া যানের ইঞ্জিন ও যুদ্ধ যান রয়েছে। এছাড়া শত শত বিমানের চালান, কয়েক ডজন সমুদ্রের চালান ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার টন সামরিক সরঞ্জাম ইসরাইলে পরিবহন করা হয়েছে। ইসরাইলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে কেনা আমেরিকান অস্ত্রের পরিমাণ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ নিহত, দাবি ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চালানো হামলায় স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দখলদার ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ)। বৃহস্পতিবার (১ অগাস্ট) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, গত ১৩ জুলাই ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার খান ইউনিস এলাকায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় মোহাম্মদ দেইফ নিহত হন। ওই বিমান হামলার পর হামাসের আরেক কমান্ডার রাফা সালেমেহ নিহত হওয়ার খবর দিয়েছিল ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। বলা হয়েছে, তখন মোহাম্মদ দেইফ নিহত হওয়ার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ইরানের রাজধানী তেহরানে এক হামলায় হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়ার হত্যার খবর জানার একদিন পর সংগঠনটির সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ নিহত হওয়ার খবর জানা গেল।
গতকাল বুধবার সকালে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন হানিয়ার নিহত হওয়ার খবর প্রচার করে। টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, তেহরানে চালানো হামলায় হানিয়া ও তার এক দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন। ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তেহরানে গিয়েছিলেন হানিয়া।
এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনের তথ্য, মোহাম্মদ দেইফ হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেডের কমান্ডার। দেইফের জন্ম ১৯৬৫ সালে, খান ইউনিস শরণার্থীশিবিরে। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই শরণার্থীশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। দেইফের নাম ছিল মোহাম্মদ মাসরি। ১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদা শুরুর পর তিনি হামাসে যোগ দেন। তখন তার নাম হয় মোহাম্মদ দেইফ।
১৯৮৯ সালে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দেইফ। তখন ১৬ মাস কারাগারে ছিলেন তিনি। হামাসের সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। সূত্রটি আরো জানায়, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব গাজা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন দেইফ। পদার্থ, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তবে নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কমিটির প্রধান ছিলেন। মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২২ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪১	৫.০৮
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২২	
এশা	৭.৩৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইসমাইল হানিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াহর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) সকালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাজার নামাজ পড়ান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ইসমাইল হানিয়ার জানাজা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হতে শুরু করেন। এই সময় শোকার্ত মানুষ ফিলিস্তিনি পতাকা জড়ানো বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে আসেন।

শত্রুদের ভয়াবহ ধাক্কা দিয়েছে ইসরায়েল: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল তার দেশের শত্রুদের ভয়াবহ ধাক্কা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বুধবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে নেতানিয়াহু এই দাবি করেন। তেহরানে হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ড ও লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর কমান্ডার ফুয়াদ শুক্‌রির মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার পর তিনি এই কথা বললেন। সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু বলেছেন, বিগত কয়েক দিনে তাঁর দেশ শত্রুদের ভয়াবহ ধাক্কা দিয়েছে। তবে তিনি ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে কোনো কথা বলেননি। এ ছাড়া, ইসরায়েলও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের দায় নেয়নি।
নেতানিয়াহু বলেন, তিন সপ্তাহ আগে আমরা হামাসের সামরিক প্রধান মোহাম্মদ দায়েফের ওপর হামলা করেছিলাম। দুই সপ্তাহ আগে আমরা হুতিদের ওপর আক্রমণ করেছি—আমাদের বিমানবাহিনীর সবচেয়ে দূরবর্তী হামলার একটি ছিল এটি। গতকাল আমরা হিজবুল্লাহর সামরিক প্রধান ফুয়াদ শুক্‌রির ওপর হামলা চালিয়েছি। এ সময় নেতানিয়াহু আরও বলেন, ইসরায়েল চ্যালেঞ্জিং দিনের মুখোমুখি হচ্ছে এবং যারা আমাদের দেশের ক্ষতি করবে তাদের সঙ্গে আমরা অবশ্যই একটি মীমাংসায় আসব।

ভেনিজুয়েলায় জয় ছিনিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান বিরোধী নেতার

আপনজন ডেস্ক: ভেনিজুয়েলায় বিরোধী নেতা মারিয়া করিনা মাচাদো সমর্থকদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যাপক বিতর্কিত নির্বাচনে জয়ের ঘোষণা দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতায় থাকার অঙ্গীকারের পর তিনি এই আহ্বান জানান। এক্সে তিনি বলেছেন, ‘এটা এখন আমাদের ওপর নির্ভর করছে যে সত্য আমরা জানি তা জাহির করা। চলুন ঐক্যবদ্ধ হই। এখন সময় একে অন্যকে বিশ্বাস করা। এখন সময় সক্রিয় ও দৃঢ় থাকা।’
তিনি আরো বলেছেন, ‘এখন জয়ের সময়, জয় ছিনিয়ে আনার সময়।’
উল্লেখ্য, ভেনিজুয়েলায় রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরো তৃতীয় বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
দেশটির নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মাদুরো ৫১ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে তার প্রতিপক্ষ এডমান্ডো গঞ্জালেজকে হারিয়েছেন। গঞ্জালেজ পেয়েছেন ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ ভোট।
তবে বিরোধী দল মাদুরোর বিজয়ের ঘোষণাকে জালিয়াতি বলে বর্ণনা করেছে। তারা বলছে, বিরোধী প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ অন্তত ৭৩ দশমিক ২ শতাংশ ভোট পেয়ে নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রথম নজর

মন্ত্রী অরূপ রায়ের প্যাড, সই 'জাল' করে রেলের রিজার্ভেশন!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের প্যাড, সই 'জাল' করে রেলের রিজার্ভেশনের অভিযোগ উঠলো। এবার মধ্য হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের প্যাড, সই এবং স্ট্যাম্প জাল করার অভিযোগ উঠলো। জানা গেছে, 'জাল' প্যাডে সই এবং স্ট্যাম্প 'জাল' করে কোনও ব্যক্তি রেলের রিজার্ভেশনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই অভিযোগে বুধবার রাতে হাওড়ার শিবপুর থানায় তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্য হাওড়ার যুব সভাপতি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, কোনও অসাধু চক্র এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ এদের তদন্ত করে খুঁজে বের করুক। তাঁর অভিযোগ, খোদ রাজ্যের মন্ত্রীর প্যাড, সই এবং স্ট্যাম্প জাল করে যদি রেলের রিজার্ভেশনের জন্য আবেদন জানানো হতে পারে এর পিছনে অবশ্যই কোনও অসৎ উদ্দেশ্য বা অসাধু চক্র রয়েছে। এই কারণেই বুধবার রাতে শিবপুর থানায় একটি এফআইআর করা হয়েছে। অভিযোগ, এই প্যাডে কোনও রেফারেন্স নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ নেই। এমনকি মন্ত্রীর বাড়ির ঠিকানায় 'স্পেলিং মিসটেক' রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের মধ্য হাওড়ার সহ সভাপতি জানান, রেলওয়ে সূত্র মারফত জানা যায় এরকম 'জাল' প্যাড ব্যবহার করে একাধিক আবেদন আসছিল। এরপরই গতকাল খোঁজ নিয়ে থানায় এফআইআর করা হয়। অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করে অপরাধীদের শাস্তি দাবি করছি আমরা। দল এবং রাজ্যের মন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করতে এটা চক্রান্ত করা হয়েছে বলেও আমরা মনে করছি।

কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রক্তদান মহৎ দান, এক ফোটা রক্ত দিয়ে একটি মানুষের প্রাণ বাঁচান,, এবার সেই মন্ত্রকে পাথেয় করে এক মহতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন কৃষ্ণনগর প্রেস ক্লাবের। উল্লেখ্য এই প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সদস্য সংখ্যা মোট ৫৮ জন, প্রত্যেক সদস্যই সারাবছর অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে। এবার রক্তের সংকট থেকে সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে এগিয়ে এলো কৃষ্ণনগর প্রেসক্লাব। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর শহরের পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানের সাংস্কৃতিক মঞ্চে ঘটা করে আয়োজন করা হয় এই রক্তদান শিবিরের। উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে। এছাড়াও ছিলেন প্রশাসনিক দপ্তরের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ জেলা হাসপাতালের সুপার। যদিও এই রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করবেন, যার মধ্যে অন্যতম রক্তদান করতে দেখা গেল সিভিক ভলেন্টিয়ার ও প্রশাসনিক দপ্তরের বেশ কিছু আধিকারিক কে। প্রত্যেক রক্ত দাদাদের শংসাপত্র এবং একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। যদিও এই রক্তদান শিবিরে প্রশাসনিক উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ জানিয়েছে প্রেসক্লাবের প্রত্যেক সদস্যদের। তাদের দাবি এই রক্তের সংকটসময়ে অভিনব উদ্যোগকে তারা সাধুবাদ জানাচ্ছেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্লাড ব্যাংকে যেভাবে রক্তের আকাল দেখা দিয়েছে সেখানে নাজেহাল হতে হচ্ছে রোগী পরিবারগুলিকে। ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে সময় মত ব্লাড না পাওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হচ্ছে প্রত্যেক রোগী পরিবারের সদস্যদের। কৃষ্ণনগর প্রেসক্লাবের সদস্যরা সারা বছর যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঁধে তুলে নেন, ঠিক তেমনি আরো একবার দায়বদ্ধতা কাজে তুলে নিয়ে এক অনন্য নজির গড়লেন। ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যদের এই সম্মানীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরায় সবসময়ের জন্য অভিভাবকের মতো কাজ করেন। তবে সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অপেক্ষা করেও এই রক্তদান শিবির এক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সবুজায়নে সাংস্কৃতিক মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অর্থাৎ সবুজায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে রবিবার সকাল থেকে মহেশতলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ মহেশতলা এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করে। হ্যান্ডবিল বিতরণ এবং মাইকিং করে একদিকে যেমন জনসচেতনতা বাড়িয়ে তোলে তেমনি অপরদিকে তিনশো টি গাছ বিতরণ এবং গাছ বসিয়ে কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উপস্থিত ছিলেন ওই সংগঠনের সচিব ড. সেকেন্দার আলী, সভাপতি বিধানচন্দ্র অধিকারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আনসার আলী মোল্লা, ডঃ মহাদেব দাস, দেবাঞ্জন ব্যানার্জি, কাউন্সিলর তারক সাহা, আতিবার রহমান মোল্লা, অধ্যাপক শ্যাম মন্ডল, শিক্ষক মতিয়ার রহমান, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সচিব আফজাল মন্ডল এবং রমজান মন্ডল প্রমুখ।

সাংসদ হওয়ার পর দিদিমণির ভূমিকায় 'দিদি নম্বর ১' রচনা

জিয়াউল হক ● পাণ্ডুয়া

আপনজন: এবার দিদিমণির ভূমিকায় 'দিদি নম্বর ১'। সদ্য হুগলির সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে রচনা ব্যানার্জি। আর সাংসদ হওয়ার সাথে সাথেই সংসদ থেকে সংসদীয় এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন রচনা। কখনও হাসপাতালে, কখনও স্কুলে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' সাংসদের। রীতিমতো চমকে দিচ্ছেন সকলকে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডুয়ার বেশ কয়েকটি স্কুলে যান রচনা। সেখানে রচনাকে দেখতে ক্লাসের ছাত্রীরা , সেখান থেকে তিনি একটি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে একটি ক্লাস রুমে ঢুকে পড়েন পড়ুয়াদের রীতিমতো দিদিমণির মতো পড়া ধরেন সাংসদ রচনা ব্যানার্জি। এদিন স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে একটি ক্লাসে ঢুকে পড়েন রচনা ব্যানার্জি। তখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টারমশাই। 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনা হাতে বই তুলে নেন। ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের বানান জিজ্ঞাসা করেন। পরে স্কুলচত্বর ঘুরে দেখেন রচনা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রচনা বলেন, "খুব সুন্দর স্কুল হচ্ছে। সকলে সুন্দর পড়াশোনা ভালো করছে। সবই ভাল। তবে কয়েকটা ক্লাসে মেঝেতে বসে আছে। টেবিল চেয়ার নেই। সেটা দরকার। আর একটা দু'টো ঘর হলে ভাল হয়। কারণ চাঙড় খুলে পড়তে পারে বলে একটা দু'টো ঘর বন্ধ করে রেখেছে। ওগুলো ঠিক করলেই ঘরটা ঠিকঠাক হয়ে যাবে। মোটামুটি সব ঠিকঠাকই আছে। মিডডে মিলের ব্যবস্থাও আছে এর কয়েকদিন আগে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সাংসদ। বৃহস্পতিবার যান পাণ্ডুয়া হাসপাতালে। রোগীদের মাঝে ভিড় দেখে সাংসদ প্রশ্ন করেন, এত ভিড় কেন এখানে? রোগীর পরিজনদের জন্য টিকিট চালু করার কথাও বলেন সাংসদ। রোগীদের মাঝে এত ভিড় কমাতে গেটে সিকিউরিটি বসানোর কথাও বলেন তিনি। বলে যান, এক মাস পরে আবার আসবেন তিনি। দেখে যাবেন, কাজ হল কি না।

ইলিশ ভর্তি প্রচুর ট্রলার নামখানার ঘাটে

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: আবহাওয়া কাটতেই মৎস্যজীবীদের জালে ধরা দিল রূপলী ইলিশ, সিজনের এই প্রথম নামখানার ঘাটে দেখা মিলল একের পর এক টলার ভর্তি ইলিশ আশায় বুক মারছে মৎস্যজীবীরা। মরশুমের প্রথম ভালো পরিমাণ ইলিশ মাছ নিয়ে ট্রলার গুলি ঢুকলো নামখানা মৎস্য বন্দরে। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন একদিনেই প্রায় ১০ টন ইলিশ মাছ নিয়ে এলো, মৎস্যজীবী দের ট্রলার । প্রথম থেকেই ইলিশ মাছ দেখা দিচ্ছিল না তার ওপরে আবহাওয়া খারাপ ফলে মৎস্যজীবীদের অনেকটাই সমস্যা পড়তে হয়েছিল কিছুটা ভালো হয়েছে আবহাওয়া ইলিশ মাছ দেখা দিয়েছে আগামী দিনে ইলিশ মাছ ভালো হবে বলে জানিয়েছে মৎস্যজীবী সুদিন দিন দাস। চলতি মরশুমের প্রথম থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল মৎস্যজীবীরি । তবে এই মুহূর্তে অনুকূল আবহাওয়া রয়েছে ভালো পরিমান ইলিশ মাছ জালে পড়তে শুরু করেছে । মৎস্যজীবী সংগঠন গুলির দাবি এই মুহূর্তে যা খবর আসছে আগামী কয়েকদিনে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা পড়বে। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে বাকি ট্রলার গুলি ফিরে আসবে নামখানার ঘাট । বাজারে ইলিশ যা চাহিদা রয়েছে তা অনেক টা পুরন হবে । দাম ও অনেক টাই কমবে। গভীর সমুদ্রে ধরে আনা ইলিশ ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারে প্রতিটি আড়তে কমবেশি দেখা মিলল কলকাতা থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে মৎস্য বিক্রেতারা ইলিশ মাছ কিনতে ভিড় জমিয়েছে ডায়মন্ড হারবার আড়তে তবে ৪০০ থেকে ৭০০ মধ্যে প্রায় ৯০০ টাকা কেজি, এক কেজির উপরে থেকে প্রায় ১৩ থেকে ১৪০০ টাকা কেজি দামে ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারে বিক্রি হয়। তবে যে পরিমাণের ইলিশের দেখা মেলে সেই তুলনায় ঘাটতি ইলিশের।

অবৈধ বহুতল ভাঙা হচ্ছে সোনারপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।আর এবার কলকাতা শহরতলির সোনারপুরে জলাভূমির উপর তৈরি বেআইনি বহুতল ভাঙতে এগিয়ে এল ব্লক প্রশাসন। বেআইনীভাবে কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছে বহুতল। নজরদারি এড়িয়ে কিভাবে এই বহুতল নির্মান হল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। কলকাতার মুকুন্দপুর লাগোয়া জগদীপোতায় জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা হয়েছিল বহুতল। কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশ নিয়ে এই বহুতল ভাঙার কাজ বৃহস্পতিবার শুরু করল সোনারপুর ব্লক প্রশাসন। সোনারপুর বিডিও ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতিতে এই বেআইনী নির্মান ভাঙার কাজ শুরু হল। সুপ্তি জানা নামে একজন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ বলে ব্লক প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে।

এই বিষয়ে খেয়াদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতা জানান এই এলাকায় যে সমস্ত বেআইনী নির্মান হয়েছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন তাঁরা।

তালা ভেঙে বাড়িতে চুরি, চাঞ্চল্য বড়ঞায়

উম্মার সেখ ● বড়ঞা

আপনজন: গোটা বাড়িতে সিসি ক্যামেরাই মোড়া, তা সত্বেও দিল্লিতে কর্মরত এক ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটালো দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার মুড্ডা গ্রামের। জানা গেছে ওই বাড়িতে কেবলমাত্র তার বৃদ্ধ বাবা থাকতেন, তিনি ঐদিন সকালে উঠে দেখেন বাড়ির গেটের তালা ভাঙ্গা। এরপর একে একে দেখা যায়, তারা বাড়িতে লাগানো সমস্ত সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে হার্ডডিস্ক নিয়ে পালিয়ে গেছে। আলমারি থেকে নগদ দুই লক্ষ টাকা ও চার ভরি সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ওই সেনা কর্মীর বৃদ্ধ বাবা চুরির ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বড়ঞা থানায়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত এর আগেও ওই গ্রামে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেদিনও পুলিশের বাড়িতে চুরি হয়।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির কাটোয়ায়

পারিজাত মোল্লা ● কাটোয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার কাটোয়া ১ নং ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে বাঁধমুড়ো এলাকার ৫০ জন কৃষকদের নিয়ে সিড ভিলেজ সম্পর্কিত এক দিবসীয় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২০.হেক্টর জমিতে সিড ভিলেজ প্রদর্শনী ক্ষেত্র বাস্তবায়িত করার জন্য ৫০ জন কৃষকের হাতে এমটিইউ ৭০২৯ প্রজাতির ধান সহ অন্যান্য কীটনাশক তুলে দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার আগ্রহী ৫০ জন কৃষকদের নিয়ে সিট ভিলেজ প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) কাটোয়া মহকুমা প্রলয় ঘোষ, সহ কৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু), কাটোয়া মহাকুমা জনার্ধন চ্যাটার্জী, ধ্রুবজ্যোতি দাস, কাটোয়া ১ নং ব্লক কৃষি আধিকারিক আজমির মন্ডল, সহ প্রযুক্তি প্রবন্ধক মাসুদ আলম সহ অন্যান্যরা । এদিনের শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি যথেষ্ট লক্ষণীয়। ধান চাষে নবজাগরণের সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এসব কর্মসূচি।

অবৈধ কয়লা বোঝাই বাইক আটক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অবৈধভাবে বালি, কয়লা পাচার রোধে জেলা পুলিশ প্রশাসন তৎপর।যার প্রেক্ষিতে প্রায় প্রতিদিন পুলিশের হাতে আটক হচ্ছে মাল ভর্তি গাড়ি।তাস্বত্বেও একশ্রেণীর পাচারকারী নানান পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে সাথে পথ পরিবর্তন করেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাচারের কাজে সক্রিয়। সেরূপ বৃহস্পতিবার সদাইপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়লা ভর্তি চারটি মোটরসাইকেল আটক করে।পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে দুবরাজপুর থানার গোপালপুর গ্রাম থেকে সদাইপুর থানার হাজারপুর জঙ্গল এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে কয়লা ভর্তি চারটি মোটরসাইকেল কয়লা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে।যদিও বাইকের চালকরা পুলিশের গাড়ি দেখা মাত্র রাস্তার মধ্যেই গাড়ি ফেলে সকলেই চম্পট দেয়। পুলিশ চারটি মোটরসাইকেল সহ কুড়ি কুইন্ট্যাল কাঁচা কয়লা বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়।

গাজোলে শিক্ষকরা সঠিক সময়ে স্কুলে না আসায় ব্যাপক ক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার গাজোলে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন।কিন্তু স্কুলে আসার কোন সময় সীমা নেই শিক্ষকদের। পাঁচ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন স্কুলে । কিন্তু তারা কোনদিনই সঠিক সময় স্কুলে আসেন না। গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া চক্রের দারা পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। যার ফলে লাটে উঠেছে স্কুলের পড়াশোনা। গ্রামীন এলাকার মানুষদের কাছ থেকে এই অভিযোগ পেয়ে এদিন হঠাৎ স্কুলে হাজির হয়ে যান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মন।দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর পৌনে বারোটা নাগাদ আসেন একজন শিক্ষক। তার কিছুক্ষণ পর আসেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।সভাপতিকে কাছে পেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের বক্তব্য - বছর ছয়েক ধরে স্কুলের বেহাল অবস্থা। শিক্ষক - শিক্ষিকারা কোনদিনই সঠিক সময়ে স্কুলে আসেন না। একসঙ্গে পাঁচ জনকে স্কুলে এক সঠিক সময়ে আসতে দেখা যায় না কোনদিনই। শিক্ষাক শিক্ষিকার কবে কে আসবে তা পালা করে স্কুল চালান এমনি অভিযোগ করলেন গ্রামবাসীরা। স্কুলে লেখাপড়ার নেই বললেই চলে। কোন রকমে মিড ডে মিল খাইয়ে ছুটি দিতে পারলে যেন বাঁচেন তারা। যার ফলে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা লাটে উঠেছে ছেলেমেয়েদের । কষ্ট হলেও টাকা পয়সা খরচ করে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। স্কুলে যাতে ঠিকভাবে পড়াশোনা হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রামবাসীরা উপকৃত হবেন বলে জানান।এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মন বলেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধেঅনেক অভিযোগ পেলাম, আমি নিজেও এসে দেখলাম,মিটিং ডাকা হবে আগামী দিনে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের শিক্ষা সচেতনতা সভা

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ব্লক ১ এর আহ্বানে ব্লকের কমিউনিটি হল ঘরে শিক্ষা সচেতনতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। এদিনের কর্মসূচি থেকে ব্লকের প্রতিটা ইমাম মোয়াজ্জিন সাহেবরা অঙ্গীকারবদ্ধ হন প্রতিটা গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিষয়ে ও বৃক্ষরোপের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙা ব্লকের ১ বিডিও শ্রী পার্থ প্রতিম মিত্র,বেলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি ,ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ও মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুর রাজ্জাক সহ জেলা সভাপতি মাওলানা মোজাফর খান, এছাড়াও ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নুরুল জামান,হাফেজ সিরাজ ,মুফতি এনামুল ও ইমাম-মুয়াজ্জিন গণ।

দুর্ঘটনায় আহত একই স্কুলের ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর জখম হলেন একই স্কুলের ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কালিবটতলা সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়ের উপর।দুর্ঘটনার কবলে পড়া শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।গুরুতর জখম ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেন মৌসুমী ঘোষ, জয়প্রসাদ বৈদ্য,সৌমেন ভুঁইয়া,রুবি সরকার,রথীন্দ্র নাথ রায়,প্রদীপ মন্ডল,সুতপা হালদার,শ্যামল মন্ডল,কৃষাণ দে,জগন্নাথ রায়,অমিত মন্ডল। সকলেরই অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁদের মধ্যে মৌসুমী ঘোষ,জয়প্রসাদ বৈদ্য,সৌমেন ভূইয়া,প্রদীপ মন্ডল,রথীন্দ্র নাথ রায় নামে৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাঁদের কে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত 'হেড়োভাঙ্গা বিদ্যাসাগর

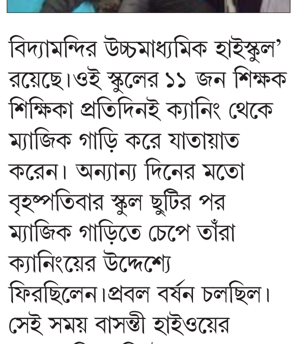

বিদ্যামন্দির উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল' রয়েছে।ওই স্কুলের ১১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতিদিনই ক্যানিং থেকে ম্যাজিক গাড়ি করে যাতায়াত করেন। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর ম্যাজিক গাড়িতে চেপে তাঁরা ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন।প্রবল বর্ষন চলছিল। সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের সোনাখালি কালিবটতলা এলাকায় আচমকা অপর একটি ম্যাজিক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে চলে আসে এবং শিক্ষকদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে বাসন্তীর দিকে পালিয়ে যায়।সেই মুহূর্তে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গাড়ি যাতে দুর্ঘটনার কবলে না পড়ে তারজন্য চালক সজোরে ব্রেক কষেন এবং গাড়ি থমকে যায়।গাড়ির মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় গুরুতর জখম হয় ১১ জন। স্থানীয়রা সকলকে উদ্ধার করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নলহাটিতে ডিওয়াইএফের কর্মীসভায় মীনাক্ষী

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: ভোটে জিতে গেলেই চোর কখনো সাধু হয়ে যায় না। লোক সভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল প্রসঙ্গে এমনটাই কটাক্ষ করলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জী। বৃস্পতিবার সকালের দিকে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বীরভূম জেলা কমিটির আহ্বানে রামপুরহাট মহাকুমার কর্মী সভা হয় নলহাটির একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে। লোক সভা নির্বাচনের পর সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচী কি হবে সেই নিয়ে যুব নেতা কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি ধ্রাবজতি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।

আইএফবিতে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা দিবস

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নূরপুর আইএফবি কোম্পানি তৃণমূল কংগ্রেসের ইউনিয়ান প্রতিষ্টা দিবস পালিত হয়। এদিন প্রাকৃতিক দূর্যোগে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রথমে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করলেন ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন, এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হাসিবুল মোল্লা,জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য,বিশিষ্ঠ সমাজসেবী তামরেজ আলী শেখ,নূরপুর শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর মোল্লা,নূরপুর অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও অরিন্দম ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের ইউনিয়ান এর আরো অন্যান্য সকল নেতৃত্ব বৃন্দ প্রমুখ।

রাজনগরে ছেলের হাতে মা খুন

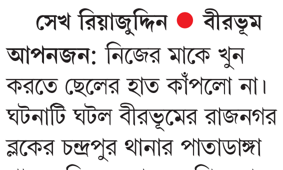

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: নিজের মাকে খুন করতে ছেলের হাত কাঁপলো না। ঘটনাটি ঘটল বীরভূমের রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর থানার পাতাডাঙ্গা গ্রামে। নিজের মাকে কুপিয়ে খুন করল ছেলে। বুধবার রাত্রে ঘটে এই নৃশংস ঘটনাটি।

পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। মৃত মায়ের নাম বাসন্তী কুন্ডু। বয়স ৫৭ বছর। ভারী বস্তু দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে তাঁর একমাত্র ছেলে। মদ্যপ অবস্থায় মৃতার ছেলে লোটন কুন্ডু ভারী কোনো কিছু দিয়ে তার মায়ের মাথায় এবং শরীরে আঘাত করে।

চন্দ্রপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চন্দ্রপুর থানার পুলিশ অভিযুক্ত লোটন কুন্ডুকে বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বলে জানা যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরের ১৩ হাজার ফুট গভীরে অক্সিজেন উৎসের খোঁজ

আপনজন ডেস্ক: বহুকাল ধরে ধারণা করা হচ্ছে, শুধু সালোকসংশ্লেষণের জীব সূর্যের আলো, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে জ্বালানি ও অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। গাছপালা ও শেওলা এভাবেই পৃথিবীতে অক্সিজেন তৈরি করে। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় ১৩ হাজার ফুট গভীরে গাঢ় অন্ধকার স্থানে অক্সিজেন উৎসের খোঁজ পেয়েছেন স্কটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর মেরিন সায়েন্সের (এসএএমএস) বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু সুইটম্যান। প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে গবেষণার সময় গভীর সমুদ্রতলে বিভিন্ন ধাতুর সন্ধান পান তিনি। এসব ধাতু অন্ধকারেও অক্সিজেন তৈরি করতে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরের রিজ ক্লারিওন-ক্লিপারটন জোনের গভীর সমুদ্রতলে অক্সিজেন উৎসের খোঁজ পাওয়ার বিষয়ে বিজ্ঞানী সুইটম্যান বলেন, 'আমাদের গ্রহে জীবন শুরু করার জন্য অক্সিজেন থাকতে হবে। আমরা জানি, পৃথিবীর অক্সিজেন সরবরাহ সালোকসংশ্লেষিত জীবের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, গভীর সমুদ্রেও অক্সিজেন তৈরি হয়, যেখানে আলো নেই। যখন আমরা প্রথম অক্সিজেনের সন্ধান পেয়েছিলাম, তখন আমরা ভেবেছিলাম সেন্সরের সমস্যা।'

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে পলিমেটালিক নোডুলস তৈরি হয় সমুদ্রতলে। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী ফ্রাঞ্জ গেইগার বলেন, 'অক্সিজেন উৎপন্নকারী পলিমেটালিক নোডুলসে কোবাল্ট, নিকেল, তামা, লিথিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের মতো ধাতু রয়েছে, যা ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়। মনে হচ্ছে আমরা একটি প্রাকৃতিক জিও ব্যাটারি বা ভূ-ব্যাটারি আবিষ্কার করেছি। এই জিও ব্যাটারি সমুদ্রের অন্ধকারে অক্সিজেন উৎপাদনের কারণ হতে পারে।'

নেচার জিওসায়েন্স সাময়িকীতে সমুদ্রতলে অক্সিজেনের উৎস আবিষ্কার নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, গভীর সমুদ্রতলে থাকা বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া পলিমেটালিক নোডুলস নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, গভীর সমুদ্রতলে থাকা নোডুলস অক্সিজেন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে।

অনলাইনে করমর্দনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেবে নতুন ফাইল ফরম্যাট

আপনজন ডেস্ক: জেপিজি, এমপিফোরসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় ফাইল ফরম্যাটের কথা আমরা সবাই জানি। ইন্টারনেটে ডকুমেন্ট, ছবি, ভিডিও চিত্রসহ বিভিন্ন ফাইল নির্ধারিত ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয় ব্যবহারের সুবিধার জন্য। এইচসিটিআই নামের নতুন এক ফাইল ফরম্যাট নিয়ে কাজ করছেন গবেষকেরা। এই ফাইল ফরম্যাটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ডকুমেন্ট বা ছবির মতো ইন্টারনেটে স্পর্শ পাঠাতে সুযোগ করে দিবে।

স্পর্শপ্রযুক্তি বা হ্যাপটিকস টেকনোলজির জন্য ব্যবহৃত নতুন কোডেক টেলিস্বাস্থ্য ও অনলাইন গেমিংয়ে বিপ্লব তৈরি করবে বলে আশাবাদী গবেষকেরা। ইন্টারনেটে এখন সব করা গেলেও ডিজিটালভাবে স্পর্শের অনুভূতি পাওয়ার সুযোগ নেই, সেই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে নতুন ফাইল ফরম্যাট তৈরি করা হচ্ছে।

দূরনিয়ন্ত্রিত অস্ত্রোপচার ও অনলাইন গেমিংয়ে স্পর্শের অনুভূতি মিলবে এই ফাইল ফরম্যাটের মাধ্যমে। গবেষকেরা হ্যাপটিক কোডেক ফর দ্য ট্যাকটাইল ইন্টারনেট বা এইচসিটিআই স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছেন, যা হ্যাপটিক তথ্যকে ডেটা প্যাকেটের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে পাঠানোর সুযোগ করে দেয়। এই ফাইল পাঠাতে খুব বেশি পরিমাণ ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হয় না। ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার্স স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণাপত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা প্রকাশ করা হয়েছে।

জার্মানির মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি টিইউএমের বিজ্ঞানী একহার্ড স্টেইনবাচ বলেন, বর্তমানে দূরবর্তী সংযোগের মাধ্যমে স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করার জন্য অনেক ডেটার প্রয়োজন হয়। একটি রোবট আর্ম বা বাহু চালাতে প্রতি সেকেন্ডে চার হাজার বার ডেটা প্যাকেট পাঠাতে হয়। বাস্তব উপায়ে কাজ করতে শক্তিশালী ডেটা প্রেরণ নিশ্চিত করতে হয়। এতে নেটওয়ার্কের ওপর চাপ তৈরি হয়। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে এইচসিটিআই মান ব্যবহার করা যাবে। অনেকটা মানুষের মতো স্পর্শের অনুভূতি মিলবে।

জেপিজি, এমপিথ্রি, এমপিইজির মতো ফরম্যাটের অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। এখন নতুন হ্যাপটিক বা স্পর্শসংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুযোগ আসবে। সাধারণ ফাইল ফরম্যাটে কোডেকের মাধ্যমে ডেটা ইন্টারনেটে বা অনলাইনে একমুখীভাবে পাঠানো হয়। স্পর্শসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বা হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া দূরবর্তীভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রয়োজন হয়। আর সঙ্গে থাকতে হয় উচ্চ ব্যান্ডউইথ। বর্তমান প্রযুক্তির মাধ্যমে রোবট পরিচালনা করার সময় অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। আলোর গতিতে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য পাঠানো হলেও এক মিলি সেকেন্ডে সর্বাধিক ৩০০ কিলোমিটার গতিতে তথ্য পাঠানো যায়। নতুন ফাইল ফরম্যাটে তথ্য পাঠাতে ট্রান্সমিশন সময়ের হ্যাপটিকস ডেটা প্যাকেট জার্মানি থেকে জাপানে পাঠাতে মাত্র ৩০ মিলি সেকেন্ড সময় নিবে। তথ্য পাঠাতে বিলম্ব হয় কিছুটা। নতুন ফরম্যাট এইচসিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে দ্রুত এই তথ্য পাঠানোর সুযোগ তৈরি হবে। এই ফাইল ফরম্যাট ভবিষ্যতের বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের সুযোগ আছে। টেলিসার্জারিতে আমূল পরিবর্তন আসবে। এই ফরম্যাটের মাধ্যমে রোবট দিয়ে এক মহাদেশের বিশেষজ্ঞ সার্জন অন্য মহাদেশে অপারেশন করতে পারবেন সহজেই। হ্যাপটিক টেকনোলজিনির্ভর এই ফাইল ফরম্যাটের মাধ্যমে দুজন অনলাইন খেলোয়াড় করমর্দনের মতো শারীরিক অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন। নতুন এই ফাইল ফরম্যাট ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি ও অগমেন্টেড রিয়েলিটির হেডসেটে ভিন্ন অভিজ্ঞতা তৈরি করবে।

সূত্র: লাইভ সায়েন্স

গুগল ওয়ালেট: যেভাবে ব্যবহার করতে হবে

আপনজন ডেস্ক: জরুরি জিনিস রাখার মানিব্যাগ চলে এসেছে ফোনেই। অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা এখন নিশ্চিন্তে কাজে লাগাতে পারেন গুগল ওয়ালেটকে। এমন এক ডিজিটাল মানিব্যাগ, যেখানে আপনি যাবতীয় জরুরি জিনিস জমা রাখতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, গুগল পে-র মতো অনলাইনে টাকাপয়সার লেনদেন কিন্তু করা যাবে না এই ওয়ালেট থেকে। এর কাজ শুধু সঞ্চয় করে রাখা।

গুগল ওয়ালেট কী কাজ করে?

এটি আসলে এক ধরনের ডিজিটাল ওয়ালেট, যেখানে আপনি আপনার বিমানযাত্রার বোর্ডিং পাস, লয়্যালটি কার্ড, ইভেন্ট টিকিট এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাসের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারবেন। ধরুন বিমানের টিকিট কাটলেন, সেই টিকিট সেভ করে রাখতে পারবেন গুগল ওয়ালেটে। যদি কোনো অনলাইন সাইটের গিফট ভাউচার থাকে তা হলে সেটিও রেখে দিতে পারেন ওয়ালেটে।

বেড়াতে যারা ভালবাসেন, তারা তাদের বোর্ডিং পাস সেভ করে রাখতে পারবেন গুগল ওয়ালেটে। এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রে জরুরি নথিপত্রও সেভ করে রাখা যাবে ওয়ালেটে। অর্থাৎ, কেবল ব্যাঙ্কের কার্ড ছাড়া যে কোনো জরুরি জিনিস জমা করে রাখা যাবে গুগল ওয়ালেটে। সবকিছু একসঙ্গে একই জায়গায় পেয়ে যাবেন, যখন দরকার হবে।

বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেলের গিফট কার্ডও জমা করা যাবে ওয়ালেটে। গিফট কার্ড বা ভাইচার যোগ করার সময়ে কার্ড নম্বর ও পিন দিতে হবে। সেগুলোর মেয়াদ কত দিন, তা ওয়ালেট অ্যাপেই দেখাবে। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সেগুলো নিজে থেকেই সরে যাবে ওয়ালেট থেকে। গুগল ওয়ালেট প্লে স্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন।

প্রথমবারের মতো নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাল তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) মহাকাশে পাঠিয়েছে তুরস্ক। তুরস্কের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের তৈরি স্যাটেলাইটটির নাম 'টার্কস্যাট ৬এ'। টেলিভিশন সম্প্রচারের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি মহাকাশে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে ৮ জুলাই মহাকাশে পাঠানো হয় স্যাটেলাইটটি।

স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪০ থেকে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হয়। নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি স্যাটেলাইট মহাকাশে সফলভাবে পাঠানোর পর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান জানিয়েছেন, স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণের মাধ্যমে তুরস্কের জন্য নতুন একটি অধ্যায় শুরু হলো। এই প্রকল্পে সাবসিস্টেম, স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন ও সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে তুরস্কেই। মহাকাশে তুরস্কের অবস্থানের জন্য এ অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কের পরিবহন ও অবকাঠামোমন্ত্রী আবদুল কাদির উরালোগ্লু জানিয়েছেন, তুর্কস্যাট ৬এ থেকে প্রথম সংকেত উৎক্ষেপণের ৬৭ মিনিট পর পাওয়া যায়। স্যাটেলাইটটি ৫০০ কোটি মানুষের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

তুরস্ক এর আগে স্পেসএক্সের রকেট ব্যবহার করে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠিয়েছিল। এবার ১১তম দেশ হিসেবে দেশটি নিজস্ব স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করল। প্রায় ৪ হাজার ২৫০ কেজি ওজনের স্যাটেলাইটটি ১৫ বছরের বেশি সময় ব্যবহার করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফোন নম্বর ছাড়াই খোলা যাবে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট

আপনজন ডেস্ক: মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে মুঠোফোন নম্বর আবশ্যক। তাই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে অপরিচিত কারো সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করতে গেলে অনায়াসে অন্যজন নম্বর জেনে যান। সম্প্রতি এর সমাধান হিসেবে হোয়াটসঅ্যাপ নতুন একটি ফিচার নিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছে গিজচায়না।

জানা গেছে, একজন ব্যবহারকারী চাইলে মোবাইল নম্বর না দিয়েও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করে স্বতন্ত্র ইউজারনেম তৈরি করতে হবে। কোম্পানিটি জানিয়েছে, যেহেতু নম্বর ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে না, তাই অনাকাঙ্ক্ষিত সেলফোন যোগাযোগেরও সম্ভাবনা থাকছে না। তাছাড়া নম্বর ব্যবহার করে প্রযুক্তি দুনিয়ায় প্রতিদিনই নানা স্ক্যামের খবর পাওয়া যায়, তা থেকেও নিরাপদে থাকা যাবে।

এর ফেলে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহার আরো সহজ হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে সেখানে নিজের স্মার্টফোন না থাকলেও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার সম্ভব।

সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক ড. জেইন ডো বলেন, 'হোয়াটসঅ্যাপের এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষায় সাহায্য করবে। তবে অপব্যবহার রোধে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপকে পদক্ষেপ নিতে হবে।'

আপাতত পৃথিবীতে ফেরা হচ্ছে না সুনীতার, মহাকাশে আটকা ৫১ দিন

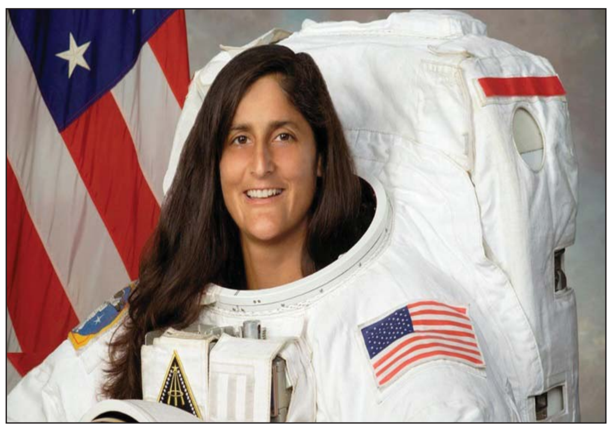

আপনজন ডেস্ক: ১০ দিনের মিশনে গিয়ে ৫১ দিন হয়ে গেছে, এখনও সুনীতাদের পৃথিবী ফেরার আশা নেই। বোয়িং স্টারলাইনার মহাকাশযানের ত্রুটি বেশ বড় দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। যদিও আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা স্টেশনে আটকে থাকা মহাকাশচারী সুনীতা এবং বুচ উইলমোর নিরাপদে রয়েছেন।

আমেরিকান স্পেস এজেন্সি নাসার এই দুই নভোচারীর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে ফিরতে এরই মধ্যে এক মাসেরও বেশি সময় দেরি হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়াররা বোয়িং 'ক্যাপসুলের' সমস্যা সমাধান না করা পর্যন্ত উভয় মহাকাশচারীই আইএসএস-এ থাকবেন।

পরীক্ষক পাইলট বুচ উইলমোর এবং সুনিতা উইলিয়ামসের স্পেস ল্যাবে প্রায় এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল। সব কাজ সেরে জুনের মাঝামাঝি সময়ে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু বোয়িং-এর নতুন স্টারলাইনার ক্যাপসুলে থ্রাস্টার ত্রুটি এবং হিলিয়াম লিকের কারণে, নাসা তাদের থাকার মেয়াদ বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। যদিও কিছু সময়ের জন্য। এ প্রসঙ্গে তথ্য দিতে গিয়ে নাসার বাণিজ্যিক ক্রু প্রোগ্রাম ম্যানেজার স্টিভ স্টিচ বলেছেন, মিশন ম্যানেজাররা ফেরার তারিখ ঘোষণা করতে এখনই প্রস্তুত নন। ইঞ্জিনিয়াররা গত সপ্তাহে নিউ মেক্সিকো মরুভূমিতে একটি অতিরিক্ত থ্রাস্টারে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। 'ডকিং' এর সময় কী ভুল হয়েছে তা বের করার জন্য এবং পৃথিবীতে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার জন্য অনবরত চেষ্টা করা হচ্ছে। মহাকাশযান বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনার ক্যাপসুলে চড়ে গত ৫ জুন মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার ওই দুই নভোচারী পাড়ি দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে। অভিযান নিয়ে উত্তেজনাও ছিল তুঙ্গে। কারণ, প্রথমত দীর্ঘ অপেক্ষা এবং প্রস্তুতির পর এটিই বোয়িং-এর প্রথম মহাকাশচারী নিয়ে যাত্রা। প্রসঙ্গত, ৬ জুন, প্রস্থানের একদিন পর, ক্যাপসুলটি মহাকাশ স্টেশনের কাছে যাওয়ার সময় তার পাঁচটি থ্রাস্টারে ত্রুটির চাপে পড়েছিল। এরপর থেকে চারটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। একটি এখনও গন্ডগোল করছে। স্পেস শাটল অবসর নেওয়ার পরে, নাসা মহাকাশচারীদের মহাকাশ স্টেশনে পরিবহনের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে, বোয়িং এবং স্পেসএক্স-র সঙ্গে কাজ করছে।

এটি ছিল বোয়িং-এর প্রথম পরীক্ষামূলক ফ্লাইট, যার মধ্যে ক্রু ছিল। ২০১৯ সালে প্রাথমিক ডেমোতে, ফাঁকাই উড়েছিল বোয়িং, খারাপ সফটওয়্যারের কারণে এটি কখনোই স্পেস স্টেশনে পৌঁছায়নি। এরপর ২০২২ সালে বোয়িং পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করেছিল। পরে আরও সমস্যা দেখা গিয়েছিল। স্পেসএক্স ২০২০ সাল থেকে মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাচ্ছে।

অন লাইন

গুগলকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে ওপেনএআইয়ের 'সার্চজিপিটি'

আপনজন ডেস্ক: গুগল সার্চ মানেই সব সমস্যার মুশকিল আসান। এই একটি স্থানে আসলেই মেলে সব প্রশ্নের উত্তর। সত্যি বলতে, আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গিয়েছে এই সার্চ ইঞ্জিন। কিন্তু সেই একাধিপত্যে এবার বোধহয় ভাগ বসতে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে চ্যাটজিপিটির মতো চ্যাটবট নিয়ে এসে ওপেনএআই 'বিপ্লব' এনেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায়।

এবার তারা পা রাখতে চলেছে গুগলের রাজত্বে! বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় সংস্থাটি জানিয়েছে, সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে এবার আনা হচ্ছে সার্চজিপিটি।

এই ঘোষণার পর থেকেই প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে, তাহলে কি গুগলকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে এবার? হতেই পারে! ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের 'রিয়েল টাইম অ্যাক্সেসে'র সুযোগ করে দেবে সার্চজিপিটি। সেখানে এক অতিকায় টেক্সটবক্সে লেখা থাকবে 'হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর?' কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল পর পর লিংকের তালিকা পেশ না করে অন্য পথে হাঁটবে এই সার্চ ইঞ্জিন। সার্চের চরিত্র বুঝে তথ্য তুলে ধরবে সার্চজিপিটি। এবং সেক্ষেত্রেও ওই সার্চের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী প্রশ্নও করতে পারবেন ইউজাররা। এআই-নির্ভর সার্চের এই নতুন উপায়ে গুগলের সার্চের পদ্ধতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, পুরোনো চেহারা বদলে আরও বেশি 'ইউজার-ফ্রেন্ডলি' হওয়ার দিকে এগোতে পারে গুগল। প্রসঙ্গত, সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটের ৯১.১ শতাংশ মার্কেট শেয়ারই রয়েছে গুগলের হাতে। জুনের এক পরিসংখ্যান থেকে তেমনই জানা যাচ্ছে।

গত ২০২২ সালের নভেম্বরে আত্মপ্রকাশ করেছিল চ্যাটজিপিটি। প্রথম থেকেই চমকে দিয়েছিল ওপেনএআই নির্মিত চ্যাটবটটি। খুব দ্রুতই সে মন জয় করেছে সকলের। কিন্তু এবার চ্যাটজিপিটির পাশাপাশি এআইকে কাজে লাগিয়ে সার্চ ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও 'বিপ্লব' আনতে চায় স্যাম অল্টম্যানের সংস্থা।

টপ গেজেট

নিজেদের তৈরি প্রথম স্মার্ট আংটি স্যামসাং-এর, সঙ্গে নতুন ফোন, এয়ার বাডস ও স্মার্ট ঘড়ি

আপনজন ডেস্ক: গতকাল বুধবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'আনপ্যাকড' আয়োজনে ভাঁজ করা নতুন ফোন গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৬, গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৬, গ্যালাক্সি ওয়াচ আলট্রা এবং গ্যালাক্সি বাডস থ্রি সিরিজ আনার ঘোষণা দিয়েছে স্যামসাং। এ আয়োজনে প্রথমবারের মতো নিজেদের তৈরি স্মার্ট আংটি (রং) দেখায় স্যামসাং।

গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৬ ও জেড ফ্লিপ ৬

গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৬ মডেলের স্মার্টফোনটি বইয়ের মতো সহজে ভাঁজ করে রাখা যায়। অন্যদিকে জেড ফ্লিপ ৬ মডেলের ফোনটি ভাঁজ করে আকারে ছোট করে রাখা যাবে। দুটি ফোনেই স্যামসাংয়ের নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি 'গ্যালাক্সি এআই' যুক্ত করা হয়েছে। ফলে সহজেই ফোনে নোট অ্যাসিস্ট, লাইভ ট্রান্সলেট, টেক্সট সাজেশনস প্রভৃতি সুবিধা পাওয়া যাবে। অষ্টম প্রজন্মের শক্তিশালী কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে চলা গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৬ মডেলের ফোনটির পর্দা আগের সংস্করণের তুলনায় বেশ বড়। এ ছাড়া ফোনটির নকশা পরিবর্তনসহ ব্যবহার করা হয়েছে পাতলা বেজেল। গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৬ ফোনটির নকশাও জেড ফোল্ড ৬-এর মতোই। ফোনটিতে ফ্লেক্স ডিসপ্লে প্রযুক্তির পর্দার পাশাপাশি ৫০ মেগাপিক্সেলের দুই ক্যামেরা রয়েছে।

গ্যালাক্সি রিং

প্রথমবারের মতো স্মার্ট আংটি তৈরি করেছে স্যামসাং আর তাই স্মার্ট আংটি নিয়ে বেশ আলোচনা রয়েছে প্রযুক্তিপ্রেমীদের মধ্যে। 'গ্যালাক্সি রিং' নামের এই স্মার্ট আংটি ব্যবহারকারীর শারীরিক অবস্থার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারে। ফলে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন তথ্য জানার পাশাপাশি চাইলে ঘুমের ধরন ও হৃৎস্পন্দন তথ্যও জানা যাবে। পানিরোধী স্মার্ট আংটি একবারের চার্জে টানা সাত দিন চলবে।

গ্যালাক্সি ওয়াচ আলট্রা এবং ওয়াচ সেভেন

অনুষ্ঠানে 'এক্সিনোজ ডব্লিউ ১০০০' প্রসেসরে চলা 'গ্যালাক্সি ওয়াচ আলট্রা' ও 'গ্যালাক্সি ওয়াচ সেভেন' মডেলের স্মার্ট ঘড়ি প্রদর্শন করেছে স্যামসাং। টাইটানিয়াম গ্রেড ফোর ফ্রেম যুক্ত স্মার্ট ঘড়িগুলো একবার চার্জে টানা ১০০ ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। সময় দেখানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন তথ্যও জানাবে ঘড়িগুলো।

গ্যালাক্সি বাডস থ্রি ও বাডস থ্রি প্রো

অনুষ্ঠানে 'গ্যালাক্সি বাডস থ্রি' ও 'গ্যালাক্সি বাডস থ্রি প্রো' মডেলের ইয়ারফোন বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে স্যামসাং। দুটি ইয়ারফোনেই গ্যালাক্সি এআই, রিয়েল টাইম ট্রান্সলেশন ও অ্যাডাপটিভ ইকিউ সুবিধা রয়েছে। নয়েজ ক্যানসেলেশনসহ জরুরি মুহূর্তের জন্য সাইরেন মোড সুবিধাও রয়েছে ইয়ারফোনগুলোয়।

নকিয়ার নাম বদলে হয়ে গেল 'HMD'

আপনজন ডেস্ক: একসময় ফিচার ফোনের বাজারে রাজত্ব করতো ফিনল্যান্ডের প্রযুক্তি সংস্থা নকিয়া। এরপর স্মার্টফোনের যুগে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে নকিয়ার মালিকানা বেশ কয়েকবার হাতবদল হয়েছে। এখনকার মালিক এইচএমডি গ্লোবাল। এতদিন নকিয়া নামের এই হ্যান্ডসেট বাজারে আসত। কিন্তু শিগগিরই পাকাপাকিভাবে নকিয়া নাম বদলে 'HMD' নামে ফোন বাজারে আসবে। যদিও এরই মধ্যে এইচএমডি নামে দুইটি ফোন বাজারে ছেড়েছে। এইচএমডি গ্লোবালের প্রথম ফোনের নাম এইচএমডি ক্রেস্ট। দ্বিতীয় মডেলের নাম এইচএমডি ক্রেস্ট ম্যাক্স ৫জি । তিনটি রঙে লঞ্চ করেছে এইচএমডি'র এই দুই ফোন। এইচএমডির এই দুই ফোনেই রয়েছে ৬.৬৭ ইঞ্চির ওলিড ডিসপ্লে। এছাড়াও রয়েছে একটি অক্টা-কোর ৬এনএম ইউনিসত টি৭৬০ ৫জি চিপসেট এবং ৫০ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা সেন্সর। এইচএমডি ক্রেস্ট ফোনে ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে। অন্যদিকে এইচএমডি ক্রেস্ট ম্যাক্স ৫জি ফোনে রয়েছে ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিট।

এছাড়াও এইচএমডি সংস্থার এই দুই ফোনে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে। আর রয়েছে ফোনে সামান্য সমস্যা হলে তা সারানোর জন্য সেলফ-রিপেয়ার ফিচার। এইচএমডি ক্রেস্ট ফোনে এআই ফিচার যুক্ত ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সেন্সর ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিটে রয়েছে। অন্যদিকে এইচএমডি ক্রেস্ট ম্যাক্স ৫জি ফোনে ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে। সেখানে ৬৪ মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর, ৫ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং ২ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর রয়েছে। এই দুই ফোনেই রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সেনসর। এছাড়াও রয়েছে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি এবং ৩৩ ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট।

সৌদির ৫টি শহরের ১৫টি স্টেডিয়ামে হবে ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপ

আপনজন ডেস্ক: ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে একমাত্র বিডার ছিল সৌদি আরব এবং ১০ বছর পরের সেই বিশ্বকাপের আয়োজক যে তারা, সেটাও নিশ্চিত হয়েছে আগেই। গতকাল সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৪৮ দলের এই ফুটবল বিশ্বকাপ হবে সৌদির ৫টি শহরের ১৫টি স্টেডিয়ামে, এর মধ্যে ৮টি সৌদির রাজধানী রিয়াদে। সৌদি আরব ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের বিড করার পর এ ঘোষণা এসেছে।

ফুটবল বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৮টি দল খেলবে ২০৩৪ বিশ্বকাপে। কোনো সহযোগী দেশ নয়, সৌদি আরব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে একাই।

বিডের দলিল অনুসারে, সৌদি আরবের প্রস্তাবিত শহরগুলোর মধ্যে রিয়াদ ছাড়াও আছে জেদ্দা, আল খোবার, আবহা ও ৫০০ বিলিয়ন ডলার অর্থমূল্যের নতুন শহর নিওম। সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানিয়েছে, রিয়াদেই থাকবে ৮টি স্টেডিয়াম।

এর মধ্যে একটি নির্মাণের অপেক্ষাধীন কিং সালমান স্টেডিয়াম, যে স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা হবে ৯২ হাজার। এখানেই হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ।

২২০ বিলিয়ন ডলার খরচে ২০২২ সালে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করে কাতার। এরপর গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর সৌদিকে একমাত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ফিফা।

বিডের দলিল অনুসারে, ৪৮ দলের বিশ্বকাপ আয়োজন করতে সৌদির কমপক্ষে ৪০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ১৪টি স্টেডিয়াম লাগবে। বর্তমানে সৌদির এমন স্টেডিয়াম আছে দুটি–জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্টেডিয়াম ও রিয়াদের কিং ফাহাদ স্টেডিয়াম। তবে ফাহাদ স্টেডিয়ামে এখন বড় ধরনের মেরামতকাজ চলছে।

তাই তেলসমৃদ্ধ দেশটির বিশ্বকাপ আয়োজনে এখন অবকাঠামোই প্রধান চ্যালেঞ্জ। রক্ষণশীল ভাবমূর্তি সরিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতেই মূলত এত বড় বড় ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন করতে চায় সৌদি আরব। ২০২৭ এশিয়ান কাপ, এমনকি ২০২৯ এশিয়ান উইন্টার গেমসও আয়োজন করার কথা তাদের। যদিও পরিবেশবিদেরা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

২০৩৪ সালেই রিয়াদে এশিয়ান গেমস আয়োজন করা হবে। দুই সপ্তাহের এই টুর্নামেন্টে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের চেয়েও বেশি ইভেন্ট থাকবে, থাকবেন সমান পরিমাণ অ্যাথলেটও।

চলে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘দ্য গ্রেট ওয়াল’ গায়কোয়াড়

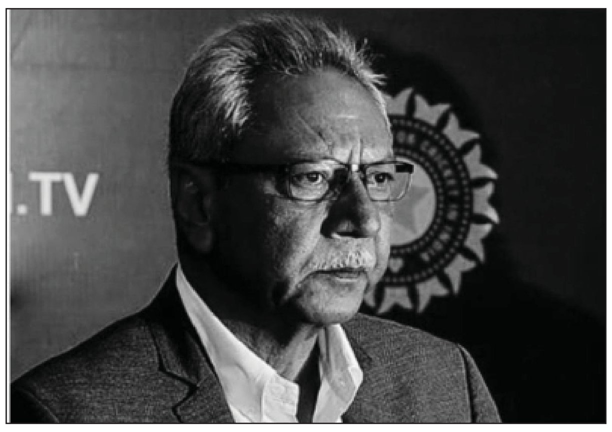

আপনজন ডেস্ক: ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান, কোচ ও নির্বাচক অংশুমান গায়কোয়াড় ৭১ বছর বয়সে মারা গেছেন। দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যানসারে ভুগছিলেন ভারতের হয়ে ৪০ টেস্ট ও ১৫ ওয়ানডে খেলা গায়কোয়াড়। গত জুন পর্যন্ত লন্ডনে চিকিৎসা নেওয়ার পর দেশে ফিরেছিলেন। এরপর আবারও শারীরিক নানা জটিলতা দেখা দেওয়ায় বরোদার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। সেখানেই গতকাল মারা যান।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ভারত জাতীয় দলে খেলেন গায়কোয়াড়। এরপর জাতীয় দলের নির্বাচক এবং পরে কোচের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। ৭০ টেস্ট ইনিংসে ১৯৮৫ রান করেছেন তিনি। জলন্ধরে ১৯৮৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে খেলেছিলেন ২০১ রানের ইনিংস। টেস্টে এটি তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মন্থরতম ডাবল সেঞ্চুরিও। ৪৩৬ বলের এই ইনিংসটি খেলার পথে মোট ৬৭১ মিনিট ব্যাট করেছিলেন গায়কোয়াড়। পেসারদের বিপক্ষে রক্ষণাত্মক মানসিকতার জন্য কেউ কেউ তাঁকে ‘দ্য গ্রেট ওয়াল’ নামেও ডেকেছেন।

১৯৭৬ সালে জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর অপরাজিত ৮১ রানের ইনিংসও অনেকের কাছে স্মরণীয়। মাইকেল হোল্ডিং, ওয়েন ড্যানিয়েল, রয় ফ্রেডরিকসের মতো পেসারদের বিপক্ষে হেলমেট ছাড়াই ইনিংসটি খেলেছিলেন। তখন বাউন্সার দেওয়ারও সীমারেখা ছিল না। তবে হোল্ডিংয়ের বাউন্সেরই তাঁকে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। বাউন্সারে তাঁর কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিল। যেতে হয় অস্ত্রোপচারের টেবিলে। ক্যারিয়ারের শেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচে সেঞ্চুরিও আছে গায়কোয়াড়ের।

১৯৯৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে গায়কোয়াড় দুই মেয়াদে ভারতের কোচের পদ সামলেছেন। তাঁর কোচিংয়ে ২০০০ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল খেলেছে ভারত। চলতি মাসের শুরুর গায়কোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য ১ কোটি রুপি দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তাঁর বাবা দত্ত গায়কোয়াড়ও ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন।

ইন্টারনেটে আলোড়ন তুললেন তুরস্কের ৫১ বছরের যে শুটার

আপনজন ডেস্ক: ‘পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলে সাফল্য আসে না।’ ইউসুফ দিকেচের অলিম্পিক প্রোফাইলে তাঁর জীবনদর্শনে আছে এ উক্তি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে সফল হওয়া যায় না– ইউসুফ নিশ্চয়ই এমনটিই বুঝিয়েছেন। তবে উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে ধরলে যা দাঁড়ায়, তিনি করেছেন ঠিক সেটির বিপরীত। আক্ষরিক অর্থে পকেটে হাত ঢুকিয়েই সফল হয়েছেন তুরস্কের এ শুটার!

গত ৩০ জুলাই প্যারিস অলিম্পিকের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সেভাল লাদিয়া তারহানের সঙ্গে মিশ্র ইভেন্টে রুপা জিতেছেন ইউসুফ। শুটিংয়ে অলিম্পিকে তুরস্কের ইতিহাসেই এটি প্রথম পদক। এরপর ইন্টারনেট ভেঙে পড়েছে তাঁর ‘আউটলুক’ বা বেশভূষায়। সাধারণত শুটিংয়ের এমন ইভেন্টে যেমনটি থাকে কোনো অ্যাথলেটের, ইউসুফ তার ধারেকাছে দিয়েও যাননি! ফাইনালে তুরস্কের প্রতিপক্ষ ছিল সার্বিয়া। হাড্ডাহাড্ডি ও দীর্ঘ এক লড়াই শেষে শেষ পর্যন্ত সোনা জিতেছে সার্বিয়াই। তবে দেশটির পুরুষ শুটার দামির মিকেচের একটি ছবি পাশে রাখলেই বোঝা যায়, ইউসুফ কেন ইন্টারনেটে এখন ‘সবচেয়ে বিখ্যাত’। মিকেচের চোখে বিশেষ ধরনের লেন্স, শুটারদের জন্য যা নিয়মিত একধরনের ‘গিয়ার’। কানে ইয়া বড় ‘ইয়ারমাফ’ বা শব্দনিরোধক হেডফোন। অন্যদিকে ইউসুফের চোখে সাধারণ একটি চশমা। ৫১ বছর বয়সী অ্যাথলেট যেটি সব সময়ই পরেন। কানে ইয়ারমাফ বলতে ছোট এক জোড়া ‘বাড’ বা তুলার মতো গুঁজে রাখা। ইউসুফের পকেটে বাঁ হাত। আর ডান হাতে পিস্তল তাক করা। হুট করে মনে হতেই পারে, বিশেষ কোনো মিশনে নেমেছেন। সেটি শেষ করেই ফিরে যাবেন।

ইউসুফকে নিয়ে এক্সে একজন লিখেছেন, ‘তুরস্ক ৫১ বছরের এক লোককে পাঠিয়েছে, যার কোনো বিশেষ লেন্স নেই, চোখ ঢেকে রাখার কিছু নেই, কানের সুরক্ষায় কিছু নেই। তিনি রুপা পেয়েছেন।’ ইউরোস্পোর্ট ওই পোস্টটা শেয়ার করে আবার ক্যাপশনে দিয়েছে, ‘দা নেম ইজ দিকেচ। ইউসুফ দিকেচ।’ আরেকজন আবার লিখেছেন, ‘তুরস্ক কি কোনো “হিটম্যান”কেই পাঠিয়ে দিয়েছে?’

৫১ বছর বয়সী দিকেচ শুটিংয়ে আছেন প্রায় দুই যুগ ধরে। একসময় তুরস্কের সেনাবাহিনীর নন-কমিশনড অফিসার হিসেবে ছিলেন, শুটিংয়ে আগ্রহ সেখান থেকেই। আঙ্কারার গাজি ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ফিজিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশনে পড়েছেন। সেলজুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরে মাস্টার্স ডিগ্রিও পান। প্যারিস ইউসুফের পঞ্চম অলিম্পিক। এর আগে অংশ নিয়েছেন ২০০৮, ২০১২, ২০১৬ ও ২০২০ সালে। তবে অলিম্পিকে এবারই প্রথম পদক জিতলেন তিনি। যদিও ২০১৪ সালে স্ট্যান্ডার্ড পিস্তল ও সেন্টার ফায়ার পিস্তলে ‘ডাবল’ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সর্বশেষ ২০২৪ সালে এয়ার পিস্তলসহ সাতবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নও তিনি। অলিম্পিকে পদক পাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে ইউসুফ লিখেছেন, ‘আমি খুবই খুশি যে আমরা নিজেদের ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিক পদক জিতেছি। সাড়ে আট কোটি মানুষ যারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন এ পদক তুরস্কের প্রজাতন্ত্রের জন্য!’

এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার নারী শুটার কিম ইয়েজির বেশভূষা আলোচিত হয়েছিল এবারের অলিম্পিকে। ইয়েজিকে দেখে হুট করে মনে হতে পারে যেন কোনো অ্যানিমে মুভির চরিত্র। ইয়েজি আবার বাঁ হাতে মেয়ের খেলনা একটা পুতুলও রাখেন। তবে ইউসুফ আসার পর কিমও যেন চলে গেছেন একটু আড়ালেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অলিম্পিকের অফিশিয়াল হ্যান্ডল থেকে অবশ্য দুজনের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ‘অলিম্পিকের শুটিং তারকারা, যাদের প্রয়োজন ছিল বলে ভাবতে পারিনি আমরা।’ ৫১ বছর বয়সে এসে ইউসুফ জিতবেন তাঁর প্রথম অলিম্পিক পদক, তিনি নিজে কি সেটা ভাবতে পেরেছিলেন!

বল ধোনির ‘কোর্টে নেই’, তাঁর জন্য পুরোনো নিয়ম ফেরাতে চায় চেন্নাই

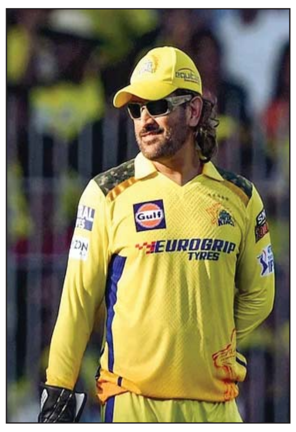

আপনজন ডেস্ক: নিজের আইপিএল ভবিষ্যতের ব্যাপারে এখনো অনিশ্চিত মহেন্দ্র সিং ধোনি। দলের অবস্থান, আইপিএলের কিছু নিয়মে কেমন পরিবর্তন আসছে, সেসবের ওপর তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস ও ভারতের সাবেক অধিনায়ক। এদিকে ধোনিকে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা একজন খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করতে পুরোনো নিয়ম ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিয়েছে চেন্নাই।

কয়েক মৌসুম থেকেই আইপিএলে ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সর্বশেষ মৌসুম শুরুর কিছুদিন আগে চেন্নাইয়ের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন ধোনি। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। পয়েন্ট সমান হলেও রানরেটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর চেয়ে পিছিয়ে থাকায় প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হয় চেন্নাই। গত জুলাইয়ে ৪৩ পূর্ণ করা ধোনিকে আবার আইপিএলে দেখা যাবে কি না, সর্বশেষ মৌসুম শুরুর পর থেকেই সে আলোচনা চলছে। এবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন ধোনি নিজেই। হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘এটার জন্য অনেক সময় আছে। তারা খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটি দেখতে হবে। এ মুহূর্তে বল আমাদের কোর্টে নেই।’

গতকাল আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে মুম্বাইয়ে আলোচনায় বসেছিল ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম, কজন খেলোয়াড়কে নিলামের আগে ধরে রাখা হবে, কত বছর পরপর মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হবে–আলোচনার মধ্যে ছিল এগুলো। আগামী মৌসুমের আগে একটি মেগা নিলাম হওয়ার কথা আছে।

ধোনি অপেক্ষায় ওই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, ‘নিয়মনীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলে আমি সিদ্ধান্ত নেব। তবে সেটি দলের সেরা স্বার্থে হতে হবে।’

এদিকে এ মিটিংয়ে খেলোয়াড় ধরে রাখার ক্ষেত্রে আইপিএলের একটি পুরোনো নিয়ম ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব চেন্নাই দিয়েছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। সে নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় পাঁচ বা এর বেশি বছর আগে অবসর নিলে তাঁকে ‘অভিষেকের অপেক্ষায়’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সে খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে কম খরচ করতে হবে। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ধোনি। অবশ্য চেন্নাইয়ের এ প্রস্তাবের ব্যাপারে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো একমত হয়নি। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মৌসুম থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিয়মটি ছিল।

সর্বশেষ মৌসুমে কার্যত ডেথ ওভারে ছয় মারার বিশেষজ্ঞ হিসেবে খেলেছেন ধোনি। মুখোমুখি ৭৩ বলে তিনি ১৩টি ছক্কার সঙ্গে মারেন ১৪টি চার। ক্যারিয়ারে প্রথমবার এক মৌসুমে ২০০-এর ওপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন, এবার প্রতি ১০০ বলে তুলেছেন ২২০.৫৪ রান। ১১ ইনিংসের মধ্যে আটবারই অপরাজিত ছিলেন ধোনি।

খেলা শুরু করতে দেরি, সিটিকে জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের পর ম্যাচ প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু করতে দেরি করায় ম্যানচেস্টার সিটিকে জরিমানা করেছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ মৌসুমে মোট ২২ বার নির্ধারিত সময় পার করার কারণে মোট ২০ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড জরিমানা হয়েছে দলটির।

জরিমানার আওতায় থাকা দুই মৌসুমসহ সর্বশেষ চার বছরই প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিটি। খেলা শুরুর বিলম্বের দায় স্বীকার করে সাজা মেনে নিয়েছে ক্লাবটি।

আজ প্রিমিয়ার লিগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বিলম্বের বেশ কিছু ঘটনার শাস্তির বিষয়ে লিগ কর্তৃপক্ষ ও ম্যানচেস্টার সিটি সমঝোতায় এসেছে। ‘২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ–সম্পর্কিত নিয়মের লঙ্ঘন’ করা হয়েছে জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, সিটি প্রিমিয়ার লিগ আইনের এল৩৩ ধারা ভঙ্গ করেছে। সংশ্লিষ্ট ধারায় ‘যথাযথ কারণ ছাড়া কিক-অফ (ম্যাচের শুরু) ও রি-স্টার্টে (সাধারণত দ্বিতীয়ার্ধের শুরু) বিলম্বের ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপের বিধান আছে।

উল্লিখিত দুই মৌসুমে সিটি মোট ২২ বার নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু করে। এর বেশির ভাগ এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে। সবচেয়ে বেশি দেরি করা হয় ২০২৩-২৪ মৌসুমে ইতিহাদে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে ম্যাচে। সেদিন খেলা শুরু করা হয় ২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড দেরিতে। এটি ছিল প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের শেষ দিন। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে সিটির সমীকরণ ছিল লিগ জিততে ম্যাচ জিততেই হবে। ড্র করলে বা হারলেই তাকিয়ে থাকতে হবে আর্সেনাল-এভারটন ম্যাচের দিকে।

ভালোবাসার প্যারিসে আর না–ও ফিরতে পারেন নাদাল

আপনজন ডেস্ক: সাইডলাইন থেকে টেনিস সরঞ্জামগুলো তুলে নিয়েই চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাকালেন রাফায়েল নাদাল। সবাই তখন দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছিলেন। একটু পর ড্রেসিংরুমের দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলেন। সঙ্গী কার্লোস আলকারাজ সেই মুহূর্তে তাঁর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু নাদালের ভেতরের যন্ত্রণা তাতে একটুও কি কমেছে?

টেনিস অঙ্গন তো বটেই, নাদালকে ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বানিয়েছে ভালোবাসার শহর প্যারিসের এই রোলাঁ গারো স্টেডিয়াম। ২২ গ্র্যান্ড স্লামের ১৪টিই সেখানে জিতে হয়েছেন ‘লাল দুর্গের রাজা’। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনাল যে কোর্টে হয়, কালকের ম্যাচটা সেই ফিলিপে শাত্রিয়েতে খেলেছেন। সেখানে তাঁর কতশত স্মৃতি! এমন জায়গা থেকে বিদায় নিতে যে কারোরই কষ্ট হওয়ার কথা। নাদালেরও হয়েছে।

বিদায়? হ্যাঁ, প্যারিসের প্রিয় প্রাঙ্গণ রোলাঁ গারোর কোর্টে নাদালকে আর কখনো না-ও খেলতে দেখা যেতে পারে। ৩৮ বছর বয়সী কিংবদন্তির কথাতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

গত সোমবার নোভাক জোকোভিচের কাছে ৬-১, ৬-৪ সেটে হেরে প্যারিস অলিম্পিক টেনিসে ছেলেদের একক ইভেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়েছেন নাদাল।

আলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাল যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন ক্রাইচেক ও রাজীব রাম জুটির কাছে ৬-২, ৬-৪ সেটে হেরে ছেলেদের দ্বৈত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেও ছিটকে পড়েছেন। এর মধ্য দিয়ে নাদালের অলিম্পিক-যাত্রা যেমন শেষ হলো, তেমনি রোলাঁ গারোতেও সম্ভবত তাঁকে শেষবারের মতো দেখা গেল।

রোলাঁ গারোয় শেষ ম্যাচটি কি খেলে ফেললেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে নাদাল বলেছেন, ‘হতে পারে, আসলে আমি জানি না। এখানে (প্যারিসে) যদি শেষবারের মতো খেলে থাকি, তাহলে এটা আমার জন্য অবিস্মরণীয় ও আবেগঘন অনুভূতি। যতবার আমি এই কোর্টে নেমেছি, তাঁরা (দর্শকেরা) আমাকে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন।’

দ্বৈত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে নাদাল–আলকারাজের স্পেন হেরে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও দর্শকেরা ম্যাচজুড়ে নাদালের জন্য করতালি দিয়েছেন, গলা ফাটিয়েছেন ও গান গেয়েছেন। দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এটা (দর্শকদের উপস্থিতি ও সমর্থন) আমার জন্য বিশেষ ব্যাপার, বিশেষ করে এই জায়গায়। তাঁদের নিয়ে আমার মনে যে আবেগ তৈরি হয়েছে, সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট নয়। আমি জানি না ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে। তবে এটিই যদি শেষবার হয়, তাহলে আমি বলব মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছি।’

নাদালকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ রাজীব রাম। তিনি বলেছেন, ‘রোলাঁ গারোয় রাফাই শেষ কথা।’

আইপিএল: বাদ যেতে পারে মেগা নিলাম, ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়ের নিয়মে আসতে পারে বদল

আপনজন ডেস্ক: পাঁচ বছর পরপর হওয়া মেগা নিলামের বিলোপ, ইমপ্যাক্ট বদলি রাখা না-রাখা, নিলামে বিক্রি হওয়ার পরও বিদেশিরা খেলতে না চাইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ সাত খেলোয়াড় ধরে রাখার দাবি, চুক্তির মাঝপথে খেলোয়াড়দের বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা এবং নানা ইস্যুতে একমত হতে না পারায় পাঞ্জাব কিংসের সহ-মালিক নেস ওয়াদিয়ার সঙ্গে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খানের বিবাদে জড়িয়ে পড়া–মুম্বাইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কার্যালয়ে কাল রাতে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের সঙ্গে আইপিএল পরিচালনা পরিষদের ঘটনাবহুল এক বৈঠক হয়ে গেল।

বৈঠক শেষে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আইপিএলের নতুন বিধিমালা প্রণয়নের আগে আলোচনা ও মূল্যায়নের জন্য সুপারিশগুলো পরিচালনা পরিষদের কাছে নিয়ে যাবে বোর্ড। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজ জানিয়েছে, এ বছরের ডিসেম্বরে হবে আইপিএলের মেগা নিলাম। সেখানে টুর্নামেন্টের বেশ কয়েকটি নিয়মে পরিবর্তন আনার ঘোষণা দেওয়া হতে পারে। এমনকি এটিই হতে পারে বড় পরিসরে শেষ নিলাম। সভায় আলোচনার মূল বিষয়বস্তুর একটি ছিল বিদেশি খেলোয়াড়। নিলামে বিক্রি হওয়ার পরও বেশ কয়েকজন বিদেশি তারকা খেলতে অপারগতা প্রকাশ করায় অতীতে দলীয় কৌশল ঠিক করতে ও একাদশ সাজাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। বেন স্টোকস, জেসন রয়, অ্যালেক্স হেলস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, অ্যাডাম জাম্পার মতো তারকারা আছেন এ তালিকায়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**